সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নাথধর্ম ও তার লোকায়ত রূপ

[যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি (কলা অনুষদ) উপাধিপ্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা-অভিসন্দর্ভ]

গবেষক

পার্থ সারথি নাথ

নিবন্ধীকরণ সংখ্যা: A00BE0100419

নিবন্ধীকরণের তারিখ: ১৯/০৮/২০১৯

তত্ত্বাবধায়ক

ড. অনন্যা বড়ুয়া

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

২০২৫

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

ভূমিকা:

নাথযোগী ও সিদ্ধগণ প্রাচীনকাল থেকে বাংলা সহ ভারতবর্ষ ও বহির্ভারতে মহিমা এবং প্রভাব অর্জন করে এসেছেন। নব্যভারতীয় আর্যভাষা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সাহিত্যের ক্রমবিকাশে একটি স্বতন্ত্র ধারা নাথসাহিত্য। নাথযোগীদের মৌলিক ও অভিনব চিন্তাধারার প্রভাবে এই সাহিত্য অনন্যতা লাভ করেছে। গবেষক কল্যাণী মল্লিক, প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, সুজনসারথি কর, কমল বিশ্বাস, কুণাল দেবনাথ নাথসম্প্রদায়ের ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা করেছেন। সুখময় মুখোপাধ্যায়, বারিদবরণ ঘোষ, আদিত্যকুমার লালা নাথসম্প্রদায়ের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু তাসত্ত্বেও নাথসাহিত্য ও সংস্কৃতির অনেক বিষয় এবং লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় অনালোকিত ও অনালোচিত রয়ে গিয়েছে। নাথসম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মজীবন ও সাহিত্য বৈশিষ্ট্য বিবর্তিত হয়েছে। এইকারণে কালে কালে নানা আচার নিষ্ঠার ছোঁয়া পড়েছে। সাধারণ মানুষের চিন্তন-মনন নিয়ন্ত্রিত জীবনের যে ছবি নাথসম্প্রদায়ের আচার-ক্রিয়াতে লক্ষ্য করা যায়, তার অনুপুঙ্খ পরিচয় খুঁজে বের করা আমাদের গবেষণার মূল লক্ষ্য। এখানে নাথসম্প্রদায়ের সামাজিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া নাথসম্প্রদায়ের যাপিত জীবনের দার্শনিক ভিত্তি সাহিত্যে নিরূপণ করার প্রয়াস আছে।

নাথপন্থের গবেষক হিসেবে যতটুকু অধ্যয়নে জানতে পেরেছি এখনও পর্যন্ত এই তিনটি গ্রন্থ— ১. নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী ২. নাথধর্ম ও সাহিত্য ৩. নাথসাহিত্য, ধর্ম ও সমাজ গবেষণা গ্রন্থ এবং অন্যান্য গ্রন্থ ১. সুখময় মুখোপাধ্যায়– বাংলার নাথসাহিত্য ২. বারিদবরণ ঘোষ- নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস ৩. আদিত্যকুমার লালা- বাংলার নাথধর্ম ও নাথসাহিত্য ৪. রাধাগোবিন্দ নাথ – বঙ্গীয় যোগিজাতি ৫.

রাজমোহন নাথ– নাথযোগীতত্ত্ব ৬. ভোলানাথ নাথ– ভারতের নাথমার্গের ধর্মীয়-পরিচয় ৭. নরেন্দ্রচন্দ্র নাথ- নূতন আলোকে নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, ৮. ভবনাথ সরকার- নাথধর্ম: সমাজ ও সংস্কৃতি রচিত হয়েছে। নাথসম্প্রদায়ের মুখপত্র 'যোগিসখা', 'যোগবাণী', 'নাথবন্ধু', 'নাথপন্থ', 'শৈবভারতী' ইত্যাদি পত্রিকায় বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে নাথধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এইগুলি পাঠের মধ্যে দিয়ে জন্ম নেয় নাথধর্মের প্রতি আকর্ষণ ও গবেষণার প্রতি আগ্রহ। কারণ আমাদের মনে হয়েছে এসমস্ত লেখার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে নাথধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও জীবনশৈলীর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা কোথাও নেই। শুধু ধর্ম ও সাধনপ্রণালীতে নয়, জীবনশৈলী ও সাহিত্য ভাবনায় নাথ স্বতন্ত্র পন্থা। তার সামগ্রিক রূপ ও স্বরূপের নিবিড় ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ আজও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অসম ও বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে নাথসম্প্রদায়ের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও লোকায়ত রূপ সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যা নাথধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করছে। নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নাথসম্প্রদায়ের বিভিন্ন অনুসারীদের ভাবচর্চার প্রকৃতি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাচীন, মধ্যযুগের বাংলার নাথসাহিত্যের অনালোকিত বিষয়গুলিকে খুঁজে বের করা শুধু নয়, বর্তমান সময়েও নাথসাহিত্য ও সংস্কৃতির জীবন্ত ধারাটির স্বরূপ ও মর্মান্বেষণ গবেষণাকর্মের প্রতিপাদ্য।

প্রস্তাবনা অংশে গবেষণার ধরন বা প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা, বিশ্লেষণ করা হয়েছে, গবেষণার পরিধি, যৌক্তিকতা, পদ্ধতি, গবেষণার একক (বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণমূলক, বিবর্তনমূলক, তুলনামূলক ও ক্ষেত্রসমীক্ষামূলক), নমুনা প্রভৃতি সম্পর্কে

আলোচনা করা হয়েছে। **'সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নাথধর্ম ও তার লোকায়ত রূপ'** শিরোনামে গবেষণা যাতে যুক্তিবুদ্ধি-গ্রাহ্য রূপ গ্রহণ করে সে জন্য গবেষণার সম্ভাব্য পরিচ্ছেদ ভাবনা ও অধ্যায়গুলি এভাবে সাজানো হয়েছে—

কথামুখ

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়: নাথধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

১. ক. নাথধর্মের উদ্ভব

১. খ. নাথধর্মের ক্রমবিকাশ

দ্বিতীয় অধ্যায়: নাথসম্প্রদায়ের সাধনা, সামাজিক-পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক-জীবন

২. ক. নাথসম্প্রদায়ের সাধন-বৈশিষ্ট্য

২. খ. নাথসম্প্রদায়ের সামাজিক-পরিচয়

২. গ. নাথসম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক-জীবন

তৃতীয় অধ্যায়: সিদ্ধসাহিত্য

৩. ক. তনের বারমাসি

৩. খ. মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ

চতুর্থ অধ্যায়: যোগীনাটক

৪. ক. চম্পাহরণ

পঞ্চম অধ্যায়: নাথসম্প্রদায়ের লোকগান

৫. ক. যোগীর গান

৫. খ. যোগীর গান ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫. গ. গোরক্ষনাথের গান

৫. ঘ. তিননাথের গান

ষষ্ঠ অধ্যায়: আধুনিক সাহিত্যে নাথধর্ম ও সংস্কৃতি

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট- ১: ক্ষেত্রসমীক্ষায় তথ্যদাতা

পরিশিষ্ট- ২: ছবি

পরিশিষ্ট- ৩: ভিডিও লিংক

প্রথম অধ্যায়: নাথধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

প্রথম অধ্যায়ে নাথধর্মের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ এবং লোকায়ত সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত রূপটি তুলে ধরতে চেষ্টা করা হয়েছে। পুরাণ, নৃতত্ত্ব, সাহিত্য ও ইতিহাসের উপাদানের সাহায্যে নাথধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারাটি খোঁজার চেষ্টা করেছি। নাথসম্প্রদায়ের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে 'নাথ' শব্দের উৎপত্তি, ব্যবহার ও অর্থ খোঁজা সম্ভব হয়েছে। নাথধর্মের গ্রন্থে নাথপন্থকে সিদ্ধমার্গ, যোগমার্গ, যৌগিক রসসিদ্ধ, যোগী সম্প্রদায়, অবধূত সম্প্রদায়, কাপালিক, কৌল ইত্যাদি পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। অন্যান্য দৃষ্টিকোণ বিশেষত তন্ত্রধারা এবং যোগধারা বিশ্লেষণ করে নাথধর্মের বিশিষ্টতা স্থির করা হয়েছে।

যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের পূর্বেই নাথ যোগধারা প্রচলিত ছিল। অথর্ববেদ, প্রথম দিকের উপনিষদগুলি ছাড়াও পরবর্তীকালের উপনিষদেও যোগধারা লক্ষ্য করা যায়। যেমন- কঠ, মৈত্রেয়, তৈত্তিরীয়, নাদবিন্দু, বরাহ, মুক্তিকা, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি উপনিষদ। এছাড়াও লয়, যোগ এবং তন্ত্র ও আগমের কুণ্ডলিনী যোগ ছিল। গ্রীক্ নস্টিক জাতির মধ্যেও যোগ প্রচলিত ছিল। এমনকি বৈদিক এবং পৌরাণিক জ্ঞানীব্যক্তি এবং

যোগচর্চাকারী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন হিরণ্যগর্ভ, ভগবান শিব, একাদশ রুদ্র, শান্তাকুমার, জনক, হনুমান, শুকদেব, প্রহ্লাদ, দত্তাত্রেয়, ভরত এবং শঙ্করাচার্য। যোগচর্চার দরজা সব শ্রেণির মানুষের জন্য অবারিত ছিল। ব্রাহ্মণ, শুদ্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বৌদ্ধ ও অনার্যজাতি থেকে হিন্দু ধর্মে আগত মানুষেরও যোগচর্চার অধিকার ছিল। বাণভট্ট 'কাদম্বরী' গ্রন্থে জটাধারী কানফাটা যোগীদের উল্লেখ করেছেন। 'কাদম্বরী' ৮ম শতকে লিখিত গ্রন্থ। মৈত্রেয় উপনিষদ-এ লাল কাপড় পরিহিত খপ্পরধারী কানফাটা যোগীদের কথা বলা হয়েছে। নাথযোগীদের কানে কুণ্ডল পরা থাকে। কানের মাঝখান বরাবর কানফুটো করে কুণ্ডল পরানো হয়। এটি নাথ সন্ন্যাসীদের দীক্ষার দ্বিতীয় পর্ব। কুণ্ডল পরানো হলে তিনি দর্শনী যোগী হলেন। কুণ্ডল নিয়ে বিভিন্ন কাহিনি নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের পূর্বে বহু নাথসিদ্ধ ছিলেন। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ'-এ বিন্দুনাথ বা যোগনাথ, আদিনাথের উল্লেখ রয়েছে, যাঁরা মৎস্যেন্দ্রনাথ বা গোরক্ষনাথের পূর্বে বর্তমান ছিলেন। 'হঠযোগ প্রদীপিকা' গ্রন্থে আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, শবর, আনন্দভৈরব, চৌরঙ্গী, মীন, বিরূপাক্ষ, বিলেশয়, মন্থনভৈরব, সিদ্ধ, বুদ্ধ, কন্থড, কণ্টক, সুরানন্দ, সিদ্ধপাদ, চর্পটিনাথ, গোরক্ষনাথ প্রমুখ নাথসিদ্ধর উল্লেখ রয়েছে। 'নারদপরিব্রাজক' উপনিষদে (মাদ্রাজ সংস্করণ) বলা হয়েছে যে গোরক্ষনাথ অবধূত ছিলেন। এই গ্রন্থের শেষাংশে গোরক্ষনাথের আগে নাথ সিদ্ধদের তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে শ্বেতকেতু, রিভু, নিদাঘ, জড়ভরত, ঋষভ, দুর্বাসা, সম্বর্তক, সনৎসুজাত, বৈদেহ (জনক), বট, সিদ্ধ, শুক, বামদেব, দত্তাত্রেয়, রৈবতক। যোগী ঐতিহ্য অনুসারে গোরক্ষনাথ ছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ, চর্পট ও কন্থড়নাথের শিষ্য। যোগী রতননাথের 'কন্থড়বোধ'-এ উল্লেখ আছে যে এঁরা গোরক্ষনাথের পূর্ববর্তী ছিলেন।

মহাদেব শাস্ত্রীর সম্পাদনায় কুড়িটি উপনিষদের সঙ্কলন হিসেবে ‘যোগোপনিষদ’ মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলি ২০০ খ্রি. থেকে ৪০০ খ্রি. মধ্যে রচিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। সংকলিত উপনিষদগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— ‘অদ্বয়তারক’, ‘অমৃতনাদ’, ‘ধ্যানবিন্দু’, ‘যোগকুণ্ডলী’, ‘যোগচূড়ামণি’, ‘যোগতত্ত্ব’, ‘যোগশিখা’, ‘শাণ্ডিল্য’, ‘হংস’ উপনিষদ। এই উপনিষদগুলির মধ্যে নাথ যোগতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে উপনিষদগুলির রচনাকাল এত আগে না হলেও, তা বলা যায় খ্রি. অষ্টম শতকের পূর্বে রচিত হয়েছে। এই পৌরাণিক সূত্রগুলির পাশাপশি ঐতিহাসিক সূত্রগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় খ্রি. পূ. চতুর্থ শতকে গ্রীসের রাজা আলেকজান্ডার ভারতে এসে অদ্ভুত যোগী দেখেছিলেন। খ্রি. দ্বিতীয় শতকের শেষদিকে ব্যাবিলনের বার্দেসানেস ভারতীয় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ যোগীদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। সপ্তম শতকের শেষদিকে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙও কশিপাতে গায়ে ছাইমাখা মাথায় হাড়ের মালা জড়ানো শৈবযোগী দেখেছিলেন। নাথসম্প্রদায়ের ‘গোর্খবিজয়’ কাব্যেও আদিনাথ শিবকে একই রকম রূপে দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ কাহিনি, উপকথা ও ঐতিহ্যে নাথসম্প্রদায় শৈবযোগী সম্প্রদায়েরই অংশ।

‘হঠযোগপ্রদীপিকা’ গ্রন্থে স্বাত্মারামযোগী ভৈরবানন্দের নাম করেছেন, যিনি গোরক্ষনাথের পূর্ববর্তী ছিলেন। ভৈরবানন্দের নাম ‘শাবরতন্ত্রের’ সঙ্গে যুক্ত ছিল। ভৈরবানন্দ ৮৪ নাথসিদ্ধের একজন। চর্পটের আবির্ভাবকাল হিসেবে তাঁর শিষ্য সাহিল ভার্মার প্রতিষ্ঠার সময়কে ধরা যায়, যিনি চাম্বা রাজ্যের পাঞ্জাব পাহাড়ের শাসক ছিলেন। তিনি আনুমানিক ৯২০ খ্রি. শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। লুহারিপা তিব্বতি ঐতিহ্যে লুইপা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। তিনি ৯৮০ খ্রি. নাগাদ জন্মগ্রহণ করেন। লুইপাকে অনেকেই মৎস্যেন্দ্রনাথ বলে মনে করেন। কন্থড়নাথ একজন শৈব নাথ সন্ন্যাসী ছিলেন।

তিনি চালুক্যরাজ মূলরাজের সময়ে সরস্বতী নদীতীরে বসবাস করতেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ৯৪১ খ্রি. থেকে ৯৯৬ খ্রি. পর্যন্ত। যোগী চৌরঙ্গীনাথের একটি শ্লোকে ফারসি শব্দ 'মীর'-র উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে প্রথম 'মীর' হিসেবে খ্যাত ছিলেন রাজা সুবুক্তিগ্রিন, যিনি ৯৭৬ খ্রি. থেকে ৯৯৭ খ্রি. পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। আমীর শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ 'মীর'। অন্যদিকে একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অভিনবগুপ্ত তাঁর 'তন্ত্রালোক' গ্রন্থে মৎস্যেন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করেছেন। সেই সূত্র ধরে বলা যায় যে মৎস্যেন্দ্রনাথ অবশ্যই নবম শতকের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। রাজশেখর 'কর্পূরমঞ্জরী' গ্রন্থে এক ভৈরবানন্দের নাম উল্লেখ করেছেন। রাজশেখর প্রায় ৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। স্বাত্মারামযোগী 'হঠযোগপ্রদীপিকা' গ্রন্থে নবনাথের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রথম, শবর দ্বিতীয়, আনন্দভৈরব তৃতীয়, চৌরঙ্গী চতুর্থ, মীন পঞ্চম, ষষ্ঠত গোরক্ষনাথ। এইসব সূত্রধরে অনেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে গোরক্ষনাথ নবম থেকে দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। 'গোরক্ষ-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ' নাথ সম্প্রদায়ের প্রামাণিক গ্রন্থ। সেখানে নবনাথ বা নয়নাথের যে উল্লেখ রয়েছে তাঁরা হলেন নাগার্জুন, জড়ভরত, হরিশ্চন্দ্র, সত্যনাথ, ভীমনাথ, চর্পট, কন্থড এবং জালন্ধরনাথ। এছাড়া চাম্বা রাজ্যের ইতিবৃত্ত অনুসারে নাগার্জুন দশম শতাব্দীর গোড়ার দিকেই বিখ্যাত ছিলেন। বেশ কয়েকবছর আগে পূর্ববঙ্গের কুমিল্লার সামন্ত রাজা লোকনাথের একটি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে শ্রীহট্টের কালাপুর থেকে মরুণ্ডনাথের আরেকটি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়। এই দু'খানা লিপি থেকে তাঁদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গিয়েছে। লোকনাথের তাম্রলিপিতে উল্লেখ করা সময় ৩৪৪ গুপ্তাব্দ অর্থাৎ ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ। কালাপুর তাম্রশাসনখানি সপ্তম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বলে কমলাকান্ত গুপ্ত অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই তাম্রশাসন থেকে জানা যায় সামন্তরাজা মরুণ্ডনাথ কুশিয়ারা নদীর দক্ষিণ অঞ্চলে কিছু ভূমিদান করেন স্থানীয়

ব্রাহ্মণদের। অন্যদিকে গৌড়গোবিন্দ বা রাজা দ্রুমনাথের রাজ্য শ্রীহট্ট ছাড়াও কাছাড় এবং ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে উল্লিখিত হয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শ্রীহট্ট, কাছাড় ও ত্রিপুরা রাজ্যের একাংশ জুড়ে নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বসবাস ছিল সেটা ভাটেরা তাম্রশাসন থেকে প্রমাণিত হয়। ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দী থেকে ১২শ-১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত কুমিল্লা, শ্রীহট্ট, কাছাড় নাথ রাজবংশের শাসিত এলাকা ছিল। এইসব নাথ রাজা এবং মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ নাথসিদ্ধদের কল্যাণে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নাথধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রসার ঘটে। এখনও পর্যন্ত এইসব অঞ্চলে নাথসম্প্রদায়ের মানুষের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়।

নাথধর্মের প্রাচীনতা সন্দেহাতীত। বেদ, বেদাঙ্গ তার উৎস। বেদ ও উপনিষদে নাথযোগ-ধারার বহু কথাই আছে। বিশেষত উপনিষদে আছে তার সংহত রূপ ও বিস্তার। আর এসবই সূত্রায়িত হয়েছে পাতঞ্জল যোগদর্শনে। এসবের এবং অন্য বিষয়ে এক সূত্রবাহী বিস্তার নাথযোগ সাহিত্যধারা। নব্যভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্গত অধিকাংশ ভাষার সাহিত্যের আত্মপ্রকাশ ঘটছে নাথ সাহিত্যকে কেন্দ্র করে। কাজেই নাথধর্ম শুধু নয়, নাথ সাহিত্যেরই উদ্ভব ঘটে নবম-দশম শতাব্দীতে। নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, পুরাণের সাহায্যে বলা যায় নাথধর্মের উদ্ভব সপ্তম শতাব্দীর আগেই ঘটেছিল। অবশেষে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই ধর্ম বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলায় নাথধর্মের উদ্ভবের সময় অষ্টম শতাব্দী বলে মনে করেন। অন্যদিকে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বলেছেন নবম শতক। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মৎস্যেন্দ্রনাথকে সপ্তম শতকের মধ্যভাগে স্থান দিয়েছেন। নাথধর্মের শাস্ত্রীয় ও লোকায়ত দু'টি ধারা প্রচলিত রয়েছে। শাস্ত্রীয় ধারাটি বেদ, উপনিষদ ও যোগশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। লোকায়ত ধারাটি কাপালিক, কালামুখ, কৌল, ভৈরববাদ, সহজযান, বিজ্ঞানবাদ, শূন্যবাদ, তন্ত্রের লয় ও কুণ্ডলিনী যোগ, হঠযোগ ও সিদ্ধ ধারার

সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। ধর্মের গভীরতা ও পরিণত রূপই হল লোকধর্ম। ধর্মের আগে আত্মপ্রকাশ ঘটে, জনপ্রিয় হলে ধীরে ধীরে লোকধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়। নাথধর্মের উদ্ভবের পর জনপ্রিয়তা লাভের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধর্মমতগুলি প্রভাবিত করেছে এবং নাথধর্মও লোকধর্মে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে সপ্তম-অষ্টম শতকে বৌদ্ধধর্মে হিন্দু তান্ত্রিকসাধনা ও কায়াযোগ প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। অন্যদিকে শঙ্করাচার্য বৌদ্ধধর্মের বিপরীতে প্রচার করছেন। তখন নাথপন্থী মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ প্রমুখ সিদ্ধ- যোগীরা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। অষ্টম-নবম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম তান্ত্রিক সাধনা ও কায়াযোগের দিকে এগিয়ে যায়। তখন শৈবযোগীদের একটি সম্প্রদায়-নাথপন্থ প্রবল হয়ে ওঠে, যখন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অনেক সাধনাও তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তারফলে প্রথম সহস্রাব্দের শেষাংশে অত্যন্ত জনপ্রিয় ধর্ম হয়ে ওঠে নাথধর্ম। বৌদ্ধধর্মের বিপর্যয়ের সময়ে আজীবিক, জৈনধর্মের মত গণধর্মের মানুষেরাও নাথপন্থে গিয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করে। তারফলে এইসব ধর্মের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য নাথপন্থে লক্ষ্য করা যায়।

গোরক্ষনাথ শেষপর্যন্ত নাথপন্থে বিভিন্ন শৈব-শাক্তমতের পুনর্গঠন করেন। ‘নিত্যাহ্নিক-তিলকম্’ নামক তন্ত্র গ্রন্থে দেখা যায় প্রভাবশালী সিদ্ধযোগিনী বিমলাদেবী মৎস্যেন্দ্রনাথের মতের যোগিনী অর্থাৎ তাঁর শিষ্য ছিলেন। কিন্তু পুনর্গঠনের পরে নাথসম্প্রদায়ে তিনি যোগমার্গে দীক্ষা নিয়ে গোরক্ষনাথের শিষ্য হলেন। বিমলাদেবী প্রবর্তিত আইপন্থ শাক্তমত হলেও সিদ্ধ যোগমার্গে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গোরক্ষপন্থী হয়ে গেলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথের পরম্পরা গোরক্ষনাথের পরম্পরা থেকে আলাদা ছিল। পরবর্তীতে গোরক্ষনাথের শাখায় মিশে গেলেও পূর্বভারতে স্বতন্ত্র কিছু নাথকৌল মৎস্যেন্দ্রনাথী ধারার সন্ন্যাসী এখনও লক্ষ্য করা যায়। ‘রাওয়াল’ শব্দ ‘লাকুল’ শব্দের রূপান্তর। লাকুলীশ মত পাশুপত ধারার উত্তরাধিকারী ছিল। পরিণতিতে গোরক্ষনাথ লাকুলীশ অবতার হয়ে

গেলেন। জালন্ধরনাথ ও কানুপানাথ বা কৃষ্ণপাদ কাপালিক ও বামমার্গের সিদ্ধ ছিলেন। জালন্ধরনাথের পা-পন্থ গোরক্ষনাথ নাথপন্থে অন্তর্ভুক্ত করলেও বামমার্গ বর্জন করেছেন। তবু পৃথকভাবে পশ্চিম ও পূর্বভারতে আজও কাপালিক ধারার সাধনা ও সাধু দেখা যায়। নাথ অঘোরী ধারায় কাপালিক সাধনার অনেক বৈশিষ্ট্য ও সাধনা সময়ের নিয়মে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ নাথপন্থে অনেক শাখা বা পন্থ রয়েছে। মৎস্যেন্দ্রনাথের সিদ্ধ কৌলমত, যোগিনী কৌলমত, গোরক্ষনাথের শৈব-যোগমত, আইপন্থ সহ অন্য আদিমত। এছাড়া জালন্ধরনাথ ও কানুপানাথের বামমার্গ এবং লাকুলীশ মতও রয়েছে। এইভাবে কাপালিক, লাকুলীশ, অঘোর, সিদ্ধ, যোগধারা, পাশুপত, রসেশ্বর, কাশ্মীরি শৈবধারা নাথমতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। তারফলে এইসব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বৈদিক, অবৈদিক সাধনতত্ত্ব নাথসাধনায় মিলিত হয়েছে। এছাড়া বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদি বিভিন্ন ধর্মীয় এবং দার্শনিক মতও নাথমতকে প্রভাবিত করেছে। তারফলে নাথসম্প্রদায় শৈবমত থেকে বিকশিত হলেও পরবর্তী সময়ে অনেক বৈদিক, অবৈদিক সম্প্রদায়ের প্রভাবে যৌগিকমত হয়ে গিয়েছে। তবে গোরক্ষনাথও কম প্রভাবশালী ছিলেন তা নয়। তিনি নাথপন্থে পাশুপত ও আগমধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। পরবর্তী সময়ে গোরক্ষনাথকে নাথসম্প্রদায়ে শিবের অবতার রূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। নাথসম্প্রদায়ের মানুষ মনে করেন তিনি চারযুগে চার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পৃথক অবতার রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। মূলত শঙ্করাচার্য কর্তৃক শৈব সম্প্রদায়ের পুনর্গঠনের পর অবশিষ্ট শৈব-শাক্তমতের পুনসংগঠন করেন গোরক্ষনাথ। প্রারম্ভিককালে নাথপন্থী সাধুদের জন্য ‘সন্ন্যাসী’ শব্দ ব্যবহৃত হত। ‘অবধূত’ শব্দও শৈব কানফাটা নাথসন্ন্যাসীদের জন্য ব্যবহার হয়। শৈবসাধুদের সন্ন্যাসী বলা হয়, বৈষ্ণব সাধুদের বৈরাগী। নাথযোগী সম্প্রদায়ের সাধুরা শৈব সন্ন্যাসী। বজ্রযান, কৌলমত, পাশুপত, কাপালিক, কালামুখ, লাকুলীশ, জৈন,

আজীবিক এবং নাথসম্প্রদায় কোনো বিচ্ছিন্ন ভাবধারা নয়। সভ্যতার পরতে পরতে অনেক আধ্যাত্মিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নাথসম্প্রদায়ের পূর্ণতা ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে। নাথপন্থের দর্শন, তাত্ত্বিক আলোচনা এবং ঐতিহাসিক পটভূমিতে না গেলে নাথপন্থের ক্রমবিবর্তন ধরা সহজ হবে না। বাস্তবিক নাথধর্ম সাধনার পরিধি অত্যন্ত জটিল এবং সমস্যাপূর্ণ কাজ। এই কাজ করতে শুধু লিখিত সাহিত্যই যথেষ্ট নয়। লোককথা, মঠ-মন্দির, সন্ন্যাসীদের বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়, তাদের রীতিনীতি, আচার-বিচার, পুজো অনুষ্ঠানের জ্ঞান ভীষণ প্রয়োজন। বর্তমানে নাথ সম্প্রদায়ে স্বীকৃত বারোটি সম্প্রদায় বা পন্থ রয়েছে। এর মধ্যে ছয়টি শিব প্রবর্তিত, ছয়টি গোরক্ষনাথ প্রবর্তিত পন্থ বা সম্প্রদায়। এছাড়া আরও বারো অথবা আঠারোটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেগুলি গোরক্ষনাথ নষ্ট করে দিয়েছেন। তার মধ্যে শিবের আঠারোটি এবং গোরক্ষনাথের বারোটি পন্থ বা সম্প্রদায় ছিল। নাথসম্প্রদায়ের সব পন্থ বা সম্প্রদায়ের অতীতে হয়ত সাহিত্য ছিল। আমরা মূলত চারটি পন্থ বা সম্প্রদায়ের সাহিত্য বর্তমানে জীবন্ত হিসেবে খুঁজে পেয়েছি– মৎস্যেন্দ্রনাথের কৌলধারা, গোরক্ষনাথের শৈবযোগধারা, আদিনাথপন্থ এবং নটেশ্বরী বা নাথঅঘোরী ধারার সাহিত্য। গোরক্ষনাথের যোগধারাকে যে যে পুরনো পন্থ স্বীকার করে নিয়েছিল তাদেরকে নাথপন্থে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। অন্যদের অস্বীকার করা হয়। এইভাবে পুরনো অনেক পন্থ গোরক্ষনাথী সম্প্রদায়ে মিশে গিয়েছে। পুরনো অনেক পন্থ বা মতগুলিকে গোরক্ষনাথী ধারায় অস্বীকার করার কাহিনি ‘যোগীসম্প্রদায়াবিষ্কৃতি’ গ্রন্থে (পৃ.৪১৯-৪২০) রয়েছে। বিশেষ করে গোরক্ষনাথ কর্তৃক বামমার্গ অস্বীকার করার কাহিনি সেখানে পাওয়া যাচ্ছে। পুরনো মতকে নিজের পন্থে স্বীকার না করার পাশাপাশি আবার পুরনো মতকে স্বীকার করে নেওয়ার উদাহরণও রয়েছে।

তারফলে যোগী গোরক্ষনাথ পুরনো অনেক শৈব সম্প্রদায়কে নাথপন্থে ফিরিয়ে এনেছেন। অর্থাৎ সময়ের বিভিন্ন বাঁকে আধ্যাত্মিক বিবর্তনের মাধ্যমে নাথসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতা ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে। বিবর্তনের ধারাবাহিক ক্রমপর্যায়ে নাথধর্মের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নাথধর্মে শৈব পাশুপতধারা, মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ, রাজযোগ, সাংখ্যদর্শন, তন্ত্র, কৌলধারা, কালামুখ, লাকুলীশ ধারা ও ভৈরব সাধনার সমন্বয় ঘটেছে। পরবর্তী সময়ে জৈন, বৌদ্ধ, আজীবিক সম্প্রদায়ও নাথধর্মকে প্রভাবিত করেছে। মৎস্যেন্দ্রনাথ আবার কৌলমতকে অর্ধত্র্যম্বক কৌলমতে পরিণত করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়: নাথসম্প্রদায়ের সাধনা, সামাজিক-পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক-জীবন

দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাথসম্প্রদায়ের সাধনপ্রণালী, সামাজিক-জীবন ও নাথসংস্কৃতিজনিত বিষয়, রীতিনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নাথধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের সামাজিকীকরণ এবং চিত্ত ও আত্মশুদ্ধির কারণে বহু সংস্কার রীতিনীতি ধীরে ধীরে চালু হয়েছে। সেখানে বেদ, তন্ত্র ও অন্যান্য লোকায়ত জীবনশৈলীর সঙ্গে সামাজিক কারণে নতুন যাপিত জীবনের সংস্কার আরোপ করে নাথসম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান নাথপন্থে অনেক শাখা বা পন্থ রয়েছে। মৎস্যেন্দ্রনাথের সিদ্ধকৌলমত, যোগিনী কৌলমত, গোরক্ষনাথের পাশুপত শৈব-যোগমত, প্রাচীন আদিনাথমত। এছাড়া জালন্ধরনাথ ও কানুপানাথের বামমার্গ এবং লাকুলীশ মত রয়েছে। এইভাবে কাপালিক, লাকুলীশ, অঘোর, সিদ্ধ, যোগধারা, পাশুপত, রসেশ্বর, কাশ্মীরি শৈবধারা (ত্রিকমত) নাথমতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এইসব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বৈদিক, অবৈদিক সাধনতত্ত্বও নাথপন্থে মিলিত হয়েছে। অন্যদিকে বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক,

শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব বিভিন্ন ধর্মীয় ও দার্শনিক মত নাথপন্থকে প্রভাবিত করেছে। মৎস্যেন্দ্রনাথ গৃহস্থকে জ্ঞানশিক্ষা দিতে আবার যুগলসাধনা প্রবর্তন করেন। নাথপন্থে আবার তান্ত্রিক মতের সঙ্গে কাশ্মীরি শৈবমতের (ত্রিকমত) সংমিশ্রণ ঘটেছে।

নাথসম্প্রদায়ের সাধন পদ্ধতিতে বলা হয়েছে যে শক্তি ও শিবের সংযোগে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। যোগশাস্ত্র অনুযায়ী মানবদেহ সর্বমোট ছ'টি চক্রের সমষ্টি। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞাচক্র। অন্যদিকে সহস্রাতে শিবের স্থান অবস্থিত। এই চক্র মানবদেহের মাথায় অবস্থিত এবং সহস্র দলযুক্ত। শক্তিস্থান মূলাধারে অবস্থিত বলে মনে করা হয়। সহস্রা এবং মূলাধার চক্রের সংযোগেই মানবদেহে সমগ্র সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্ভব হয়েছে। যোগের সাহায্যে এই শক্তিকে ঊর্ধ্বমুখী করে সহস্রাতে অবস্থিত শিবের সঙ্গে মিলিত হওয়াই নাথসম্প্রদায়ের সাধনা। এই প্রক্রিয়ায় শিব-শক্তির মিলন ঘটানোর মাধ্যমে সিদ্ধ বা যোগী সামরস্য লাভ করেন। তখন সিদ্ধ বা যোগী যোগদেহ বা সিদ্ধদেহ এবং প্রণবদেহের অধিকারী হন।

ওঁ-কার সাধন, নাদানুসন্ধান, অজপা জপ, ষট্‌চক্রসাধনা, কুণ্ডলিনী যোগ, লয়যোগ, মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, রাজযোগ ও তান্ত্রিকযোগের প্রভাব নাথধর্মে পড়েছে। এর বাইরে নাথপন্থে পঞ্চতত্ত্বধারণা, শিবশক্তি সামরস্য, শিবশক্তিযোগ, বজ্রদেহত্ব বা পক্কদেহ, প্রণব উপাসনা, সোহহং জপ, পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডবাদ, শক্তিসাধনা, কৌলাচার, নাড়ীযোগ, শব্দব্রহ্মবাদ, প্রতীক উপাসনা ইত্যাদি সাধনা স্বীকৃতি লাভ করেছে। শক্তি উপাসনায় বাম ও দক্ষিণ দুই মার্গেরই উপাসনা নাথপন্থে প্রচলিত আছে।

অবধূত অবস্থা লাভই নাথযোগী সম্প্রদায়ের সাধনার আদর্শ। যাঁরা এই সাধনায় উত্তীর্ণ হন তাঁরা মহাসিদ্ধ রূপে পূজিত হন। নাথসিদ্ধগণ মনে করেন বেদান্তশাস্ত্র শোনা

বা বিচারের মাধ্যমে দেহদোষ দূর হয় না। দেহ শোধনের জন্য যোগাভ্যাস প্রয়োজন। যোগের মূল স্তম্ভই কুণ্ডলিনী শক্তির উত্থান। সাধকদের যাবতীয় সাধনা কুণ্ডলিনীকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে। জীবদেহে যে কয়টি শক্তিকেন্দ্র চক্র আছে সেগুলিকে প্রবুদ্ধ কুণ্ডলিনী শক্তির মাধ্যমে সমভাবাপন্ন করতে হয়। শক্তি যতক্ষণ চক্রে অবস্থান করে ততক্ষণ তা পরাধীন ও সাধার থাকে। কিন্তু চক্রভেদের মাধ্যমে নিরালম্ব স্থানে পৌঁছালে পরম শিব-স্বরূপে অবস্থান করে। তখন সব চক্রই প্রাণহীন দেহের মত নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তাদের সত্তাও অব্যক্ত থাকে। বিন্দুর আত্মপ্রসারণে চক্রের উদ্ভব ঘটে উপসংহারে তাতেই সেই চক্র বিলীন হয়। চক্র বিলীন হলে দেবতাদেরও আর পৃথক সত্তা থাকে না। চরম অবস্থায় থাকে একমাত্র সেই মহাশক্তি যিনি পরমশিবের অঙ্কে অবস্থান করেন। নাথযোগীরা দেহমধ্যে বহু চক্রের সত্তা আবিষ্কার করেছেন। আধারাদি ছয়টি চক্র ছাড়া আরও অনেক চক্রের বিবরণ নাথসাহিত্যে পাওয়া যায়। স্বাধিষ্ঠানের ঊর্দ্ধে কটিস্থানে কুণ্ডলিনী চক্র, মণিপুরের ঊর্দ্ধে গুপ্তচক্র, আজ্ঞাচক্রের উপরে ললাটস্থানে চন্দ্রচক্র, মূর্ধস্থ ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে তালুস্থানে তালুচক্র, তালুচক্রের উপরে ভ্রমরগুহাতে ব্রহ্মচক্র, ব্রহ্মচক্র অতিক্রম করে শিখাস্থানে অসংখ্য দলময় কোল্‌হাট চক্র অবস্থান করে বলে নাথসম্প্রদায়ের গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। এসব চক্রের মধ্যে তালুচক্র থেকে শ্বাস নিবৃত্ত হয়ে যায়, ব্রহ্মচক্রে স্থিতি হলে মহামৌন অবস্থার উপলব্ধি হয় এবং কোলহাটচক্রে অব্যক্ত শক্তির অবস্থান। এই পরমশূন্য স্থান একবিংশতি ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। এই শূন্যে প্রবেশ না করলে অনাবৃত ও মুক্তভাবের বোধ জাগ্রত হয় না। এই পরম অবস্থায় প্রবেশকে মুক্তি বা মোক্ষ বলে।

অর্থাৎ নাথধর্ম নাথ-উপাধিবিশিষ্ট সিদ্ধযোগীদের দ্বারা প্রচারিত শৈব-যোগধর্মের একটি শাখা। এই ধর্মে শিব বা আদিনাথকে পরম পুরুষ হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে।

শিবই নাথসম্প্রদায়ের পরম আরাধ্য দেবতা। নাথধর্মে কায়াসাধনার বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। হঠযোগের সাহায্যে শারীরিক এবং জৈবিক শক্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে যোগদেহ বা সিদ্ধদেহ লাভ করাই নাথসম্প্রদায়ের সাধনা। লিঙ্গ-উপাসনা এবং ব্রহ্মগায়ত্রী জপের ওপর নাথধর্ম বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। নাথধর্মে গায়ত্রী জপকে পরম পবিত্র এবং মোক্ষপ্রদ সাধনা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। নাথধর্মে গুরুর স্থান অত্যন্ত উঁচুতে। গুরু নির্দেশ ছাড়া নাথধর্মে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। যোগসাধনার প্রাধান্যের কারণে নাথসম্প্রদায় যোগীরূপে সমাজে পরিচিত। নাথসম্প্রদায়ের মতে যোগের কারণেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভব হয়।

সামাজিক বিন্যাসে নাথযোগীরা সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। যোগদীক্ষার পরে তাঁদের একটিই পরিচয় তাঁরা প্রত্যেকেই 'নাথ'। নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সাধনায় সমান অধিকার লাভ করেন। নাথযোগী সম্প্রদায়ের নিজস্ব 'শাবরমন্ত্র' অনুসারে তাঁরা শাস্ত্রীয় আচার আচরণ পালন করেন। গৃহস্থ নাথেরা ব্রাহ্মণ্য সমাজের বেশকিছু সামাজিক আচার-সংস্কারের যৌক্তিকতা লক্ষ্য করে দশবিধ-সংস্কারের কতকগুলি বিধান গ্রহণ করেছে। অবশ্য এই সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকর্ম যোগমতে সম্পন্ন হয়।

আধ্যাত্মিক সম্পদে সমৃদ্ধিশালী ভারতবর্ষের সভ্যতায় নাথযোগী সম্প্রদায়ের বড় অবদান হল যোগশাস্ত্র বা যোগবিজ্ঞান। এই গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতি নাথসম্প্রদায়ের সাধুরা আজও সচল রেখেছেন। নাথমঠ ও মন্দিরগুলি যোগচর্চা করে সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক ও মানসিক কল্যাণের পথকে প্রশস্ত করে চলেছে। ত্যাগবৈরাগ্য ও যোগতপস্যায় দীক্ষিত নাথসাধুরা যোগীশ্বর, জ্ঞানীশ্বর, ত্যাগীশ্বর আদিনাথ শিব ও তাঁর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় প্রদায়িনী মহাশক্তির সাধনধারা প্রচার করেছেন। যোগ ও জ্ঞানের গভীর তত্ত্বগুলিকে সরল সরস করে ভক্তিরসে জারিত করে তাঁরা সাধারণ মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক শিক্ষার বিস্তার সাধন করছেন। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গৃহী, সন্ন্যাসী, সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণবাদী সকলেই

নাথমন্দির-মঠ-নাথধারাকে নিজের বলে মনে করতে পারেন। বাংলায় নাথধর্ম এখনও জীবিত রেখেছেন নাথ-সন্ন্যাসীরা। কিন্তু গৃহস্থ নাথেদের অনেকেই এখন স্বধর্মবিমুখ হলেও বলা যায় নাথধর্মের একটা সুদৃঢ় বুনিয়াদ ছিল। এমনকি তার উপর অন্যান্য ধর্মের প্রভাব পড়েছিল সত্য। অথচ তার ভিত্তি কখনও শিথিল হয়ে যায় নি। এই ভিত্তিটি আদি-বৈদিকযুগের মুনিধারা থেকেই গড়ে উঠেছে। কাজেই আদি- বৈদিকযুগের মুনিধারার আলোকেই নাথযোগী সমাজের আচার-আচরণ বিচার্য। আমরা এই অধ্যায়ে সাধনপ্রণালী, রীতিনীতি, সংস্কারের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সমাজতাত্ত্বিক প্রয়োজনকে ব্যাখ্যা করাই সক্রিয় হয়েছি।

তৃতীয় অধ্যায়: সিদ্ধসাহিত্য

'গোরক্ষবিজয়', 'ময়নামতীর গান', 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' বিষয়ক প্রধান এই তিনগ্রন্থের বাইরে নাথপন্থের অন্যান্য গ্রন্থ বিশেষত সিদ্ধধারার সাহিত্য বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'তনের বারমাসি' এবং 'মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ' গ্রন্থ।

'তনের বারমাসি'-র মত সিদ্ধধারার গানগুলির মধ্যে জগৎ, প্রকৃতি, আত্মা-পরমাত্মা, শরীর, মন, ইন্দ্রিয়সমূহ, প্রাণ, যোগ, যোগসাধন, অষ্টাঙ্গযোগ, অনাহত নাদ, সমাধি, অষ্টসিদ্ধি, মোক্ষ ইত্যাদি বিষয় হিসেবে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। ভাটিয়ালি সুরে সহজ সরল ভাষায় গানগুলি ব্যঞ্জনাবহ এবং কৌতূহলপূর্ণও বটে। মানুষের জীবনকে সার্থক করে তুলতে 'তনের বারমাসি'-র গান অত্যন্ত সহায়ক সিদ্ধ বলা যায়। ভাষা, বেশভূষা, সংস্কৃতি, ধর্ম-সমাজ আলাদা রেখেও নাথসাধু ও গৃহস্থরা অভ্রান্ত জীবনের লক্ষ্যে 'তনের বারমাসি'-র মত গানগুলি রচনা করেছিলেন। নাথ সম্প্রদায়ের মানুষেরা মনে করেন তন বা তনু বা কায়াসাধনার মাধ্যমে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন সম্ভব। 'তনের

বারমাসি'-তে পাঁচালি বা ব্রতকথার মত করে ধর্মীয়-তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। সমগ্র ভারতাত্মার আত্মপ্রসাদ স্বরূপ অমরত্বলাভ বা জীবন্মুক্তিবাদের তত্ত্বটিই নাথসম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকগীতি ও সাহিত্যের মত এখানেও প্রকাশিত হয়েছে। এই গানগুলিতে আদিবৈদিক যুগ থেকে গণসমাজে প্রচলিত কতকগুলি ধর্মবিশ্বাস ও সাধনপ্রণালীর সংকেত রূপকের সাহায্যে প্রকাশিত হয়েছে। সমাজে কায়াসাধনা বিষয়ক এই গানগুলি আজও প্রচলিত আছে, সেই সমাজের লোকেরা এগুলিকে এখনও ধর্মীয় বাণীরূপে সম্মান করে। গানগুলির সাহিত্য, ভাষা ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব আমাদের গবেষণায় উঠে এসেছে বলা যেতে পারে।

নাথপন্থ অনুসারে শরীরে দশদ্বার, ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের দেবতা, তিনগুণ, তিনশরীর, দশপ্রাণ, ৭২৮৬৪ সংখ্যক নাড়ি এবং তাদের দশনাড়ির অন্যতম তিনপ্রধান নাড়ি, ছয় পদার্থ, পঞ্চতত্ত্ব, প্রকৃতি–জীবাত্মা ইত্যাদি শরীরে রয়েছে। জীব ব্রহ্মেরই অংশ বা ব্রহ্মই। বহু যোনি ভ্রমণ এবং বহু দেহ ধারণের পর জীব বা জীবাত্মা মনুষ্যদেহ ধারণ করে। কিন্তু জীবদেহ ধারণের পর সাবধানতা আবশ্যক। তার জানা উচিত সে কোথা থেকে এসেছে, মৃত্যুর পরে সে কোথায় যাবে ইত্যাদি। অথচ মানুষের তন বা শরীরে এক শক্তি রয়েছে, যাকে ভেদ করে জানতে পারবে ব্যক্তি মানুষ বা জীবাত্মা ঈশ্বর বা ব্রহ্মেরই অংশ। 'তনের বারমাসি'-র গানগুলিতে আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির সেই পথই প্রকাশিত হয়েছে। সাংখ্যদর্শনে নিষ্ক্রিয় পুরুষ এবং ক্রিয়াশীল প্রকৃতি, বেদান্তশাস্ত্রে সাংখ্যের নিষ্ক্রিয় পুরুষ বা আত্মাই নির্গুণ ব্রহ্ম এবং প্রকৃতি হলেন মায়া। যাদের আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে অজ্ঞানতা দূর হয়, তারা পরমাত্মা বা ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন। অর্থাৎ দেহত্যাগ করবার পূর্বেই এই সংসারে থেকেও সমস্ত মোহাবেগ সংবরণ করে নাথযোগী ব্রহ্মেই অবস্থিত বা ভাবিত হতে পারেন। এইপ্রকার নাথযোগী হলেন সুখী এবং ইহজীবন মুক্ত পুরুষ।

'তনের বারমাসি' গানে গুরুচরণধূলি গ্রহণ করে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে গানের শুরু হয়েছে। গুরুকৃপাতে ভবসাগর পারাপার সম্ভব হয় বলে মনে করা হয়। অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে দূর করতে এরপর অখণ্ড জ্যোতির্ময় প্রণতি জ্ঞাপন করেন সিদ্ধগায়ক। দ্বিতীয়ত তিনি নির্গুণ-নিরাকার-নিরঞ্জন- অবিনাশী 'অলখ' নামে মন, বাক্ ও কর্মকে প্রণাম জানান। তৃতীয়ত নিরাকার পরমব্রহ্ম পরমাত্মার ইচ্ছাশক্তি মায়া, প্রকৃতি রূপ জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থাকে প্রণাম জ্ঞাপন করেন। শেষে অদ্বৈত, অখণ্ড পরমেশ্বরের জ্ঞান ধ্বংসকারী জন্মমৃত্যু চক্র অতিক্রম করে চৈতন্য-আনন্দস্বরূপ আত্মাকে মোহিত করে জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন। তন-মনের পরম পবিত্রতায় আত্মা ও পরমাত্মার মিলন ঘটে। দেহ আবরণের নাশ হলে পরমব্রহ্মের প্রকাশ ঘটে। এমনিতেই শরীর নশ্বর, আত্মা অবিনশ্বর। মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশের সংযোগে জীব ও তার শরীর পিণ্ডের উৎপত্তি ঘটে। বিশ্ব চরাচরে এক সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্ম পূর্ণচেতন সত্তা বিরাজ করে, যে সত্য সনাতন, নিত্য, শুদ্ধ-বুদ্ধ, অনন্ত, নিরঞ্জন স্বরূপ। এর অন্য কোন সত্তা নেই – 'অয়মাত্মাব্রহ্মম', 'সর্ব খল্বিদং ব্রহ্মম' ইত্যাদি কথা তার প্রমাণ। অনাদি অনির্বচনীয় ব্রহ্মসত্তা যোগমায়ার আধার রূপে 'একোঅহংবহুস্যাম' এই সংকল্প নিয়ে অবিদ্যা সংযুক্ত হয়ে জগৎ সৃষ্টি করে। প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমাত্মা এই তিনতত্ত্ব শরীর সম্বন্ধকে প্রকাশ করে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞান যা মহাশক্তি বা প্রকৃতি। এই মহাশক্তির কৃপায় মানবশরীরের প্রাপ্তি ঘটে। ব্যক্তি শরীরের সাহায্যে মোক্ষজ্ঞান প্রাপ্ত হন। মহাশক্তি পরমপিতা পরমাত্মা স্বরূপ, যিনি আমাদের সঙ্গে সমগ্র বিশ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি বিশ্ব চরাচরের নিয়ন্ত্রক শক্তি। বিশ্ব প্রপঞ্চ সৃষ্টিতে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা ও অসম্পৃক্ত থাকেন। আর জীবের শরীর পঞ্চভৌতিক উপাদানে গঠিত, তা জানানোর গীতিময় প্রকাশ হল 'তনের বারমাসি'-র গানগুলি। 'তনের বারমাসি'-র মত গানগুলিতে যে ভাষা ব্যবহার করা

হয়েছে তা হল নাথ সম্প্রদায়ের দর্শনের ব্যাখ্যামূলক সাঙ্কেতিক ভাষা। অতএব বাচ্যার্থ নয়, প্রতীক বা সঙ্কেতের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করলে ধর্মের অভ্যন্তর অর্থ ও রহস্যকে ভেদ করা সম্ভব হবে। তাই নাথসিদ্ধরা দেহতত্ত্বের রূপকে অতিসহজে যা বোঝেন, অন্যকেও গানগুলির মধ্য দিয়ে তা বোঝাতে পারেন। নাথযোগীরা যোগের সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে কর্মফল ভোগ এবং পুনর্জন্ম থেকে নিষ্কৃতি প্রত্যাশা করে। এই কায়াসাধনা বা দেহতত্ত্ব গোরক্ষনাথের গান, যোগীকাচ, ময়নামতীর গান, যোগীর গান, গোপীচন্দ্রের গান সহ সমগ্র নাথসাহিত্যেই লক্ষ্য করা যায়। এমনকি বৌদ্ধ, জৈন ও সর্বভারতীয় সিদ্ধসাহিত্যেও কায়াসাধনার প্রসঙ্গ রয়েছে।

'মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ' গ্রন্থে নাথপন্থের দর্শন, যৌগিক সাধনপদ্ধতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় খোঁজার চেষ্টা করেছি। মৎস্যেন্দ্রনাথের দর্শনতত্ত্ব, লৌকিক ধর্মদর্শন, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস ও সমকালীন সমাজভাবনা বিষয়ে নতুন তত্ত্ব ও তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এই গ্রন্থে লক্ষ করা যায়, তিনি শিষ্য গোরক্ষনাথকে কায়াযোগ দর্শনের ধারা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরশৈলীতে যোগসাধনার সমস্যা ও সমাধানের পরিচয় দিয়েছেন। নাথযোগীরা কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী বলে স্থূলবেদের যাগযজ্ঞের বিধানে আগ্রহ দেখান নি। তাঁরা যোগের সাহায্যে শরীর, আত্মা ও পরমশিবের সংযোগসাধন সম্ভব বলে মনে করেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ এখানে অমনস্ক যোগের কথাও বলেছেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ কথিত ও প্রবর্তিত নাথমত সন্ন্যাসীযোগী, গৃহস্থযোগী, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষের জন্যই অবারিত ছিল। তাঁর উপাসনা পদ্ধতি সম্পূর্ণত অব্যয় এবং বিভেদমুক্ত যোগপরম্পরা—এই দিকটিও 'মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ' রচনায় বিশিষ্টতা লাভ করেছে। এই গ্রন্থের ছন্দ, অলঙ্কার, ভাষা, শব্দ ব্যবহার এবং কথনশৈলীর নাটকীয়তায় সাহিত্যের দরবারে 'মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ'

কতটা উপযুক্ত তা বিশ্লেষিত হয়েছে। পাশাপাশি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহিত্যগত গুরুত্ব বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

'মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ' গ্রন্থে মৎস্যেন্দ্রনাথ কায়াসিদ্ধির কথা বলেছেন শিষ্য গোরক্ষনাথের প্রশ্নের উত্তরে। সিদ্ধ সম্প্রদায়ে কায়াসিদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেহের স্থিরতা হলেও যতক্ষণ না মায়ানিবৃত্তি হচ্ছে ততক্ষণ পরামুক্তির সম্ভাবনা নেই। তাঁর মতে কায়াসিদ্ধ যোগী বাত, আতপ, আগুন, বৃষ্টি, তুহিন প্রভৃতির দ্বারা পীড়া অনুভব করেন না। এইভাবে যোগী জরা-মৃত্যু জয় করেন। সিদ্ধযোগী সর্বপ্রকার সম্বন্ধ ত্যাগ করে ঈশ্বরে পূর্ণ সমাহিত থাকেন। নাথযোগীদের মধ্যে কেউ কেউ দেহসিদ্ধির জন্য রস (পারদ) প্রয়োগ, কেউ কেউ বায়ুপ্রক্রিয়া, অন্যরা বিন্দুসিদ্ধির জন্য পৃথক পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। এসব প্রক্রিয়া যোগপ্রক্রিয়া নামেই পরিচিত। এঁরা লোকোত্তর যোগসিদ্ধির অধিকারী ছিলেন। অবশ্য মহাজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া কায়াসিদ্ধির কোনো উপায় নেই। পরপিণ্ড থেকে স্বপিণ্ড পর্যন্ত সমস্ত পিণ্ডের জ্ঞানলাভ করলে পরমপদে সমরসতা প্রাপ্তি ঘটে।

ছন্দের সংগীত ও সংগীতাত্মকতার সঙ্গে মানুষের জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। কবিতা আমাদের প্রাণের সংগীত, ছন্দ হল হৃদস্পন্দন। কবিতার স্বভাব হচ্ছে ছন্দের সঙ্গে লয়মানতা লাভ করা। ছন্দোবদ্ধ শব্দ চুম্বকের মতো নিজের চতুর্দিকে থাকা আকর্ষণরত লৌহচূর্ণের মতো একটা আকর্ষণক্ষেত্র তৈরি করে নেয়। সংগীতের ছন্দ মানুষকে ভাবতন্ময় করে তোলে। ছন্দোভাবের বন্ধন হৃদয়কে মুক্তি দেয়। স্বভাবতই মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের কথোপকথন কাব্যশৈলীতে এবং অন্য রচনায় চৌপাই, ষট্‌পদী, দোহা ইত্যাদির প্রয়োগ ঘটেছে। 'মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ' গ্রন্থে সঙ্গীতময়তার এক বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। আজও নাথপন্থের মঠে এইসব রচনা থেকে অংশ বিশেষ সঙ্গীতের মত পাঠ করা হয়, সেখানে সাধারণ মানুষ সঙ্গীত শুনতেই মিলিত হন। এই

কবিতা বা গানগুলির মধ্যে ছন্দ, তাল, লয় বিশিষ্টতা লাভ করেছে। রাগ-রাগিনী, ছন্দের অতিরিক্ত কথোপকথন-শৈলীর কবিতা অনেক পাওয়া গিয়েছে। মুক্তক-ছন্দ ও অন্ত্যমিল না থাকাটা যেমন আধুনিক কবিতার আঙ্গিকে লক্ষ্য করা যায় তেমনটি মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের কথোপকথন শৈলীতেও পাওয়া গিয়েছে। এই সিদ্ধগণ আধ্যাত্মিক দর্শনের গূঢ় বিষয়কে সরল ও বোধগম্য করে তুলতে কোথাও কোথাও প্রশ্নোত্তরশৈলীর আশ্রয় নিয়েছেন।

'মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ' গ্রন্থে লোকভাষা, উপভাষা, বিভাষা এবং হিন্দি শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে। কাহিনিতে যোগতত্ত্ব প্রধান বিষয় হলেও ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ও শব্দ ব্যবহারের কারুকার্য এবং কথনশৈলীর নাটকীয়তায় গ্রন্থটি সাহিত্যের দরবারে সহজেই উত্তীর্ণ হতে পারবে বলা যায়। গুরুবাদ, পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডবাদ, ষট্চক্রভেদ, কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্ব, শিব-শক্তি মিলনের মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ, শক্তিপুজো প্রভৃতি মৎস্যেন্দ্রনাথ শিষ্য গোরক্ষনাথকে বলেছেন যে বিষয়গুলি নাথপন্থের দর্শন ও সাধনপ্রণালীর সঙ্গে যুক্ত বা তার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। পাশাপাশি চক্রসাধনার ক্ষেত্রে ছয়, আট ও নয় চক্রের উল্লেখ করা রয়েছে। গোরক্ষনাথ 'গোরক্ষবাণী' গ্রন্থে আটচক্রের কথা বললেও মৎস্যেন্দ্রনাথ 'মীন-মছন্দ-গোরখ-গোষ্ঠ' গ্রন্থে ছয়চক্রের বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে চক্রের নাম, বিবরণও আলাদা। তান্ত্রিক ষট্চক্রভেদ ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে স্পষ্ট হয় যে গোরক্ষনাথ কর্তৃক চক্রব্যবস্থা এবং সংখ্যা 'ষট্চক্রনিরূপণ' থেকে স্বতন্ত্র।

চতুর্থ অধ্যায়: লোকনাটক

লোকনাটকের ধারায় 'চম্পাবতী', 'বাঘাম্বর পালা', 'মোনাই তোনাই' ইত্যাদি নাটক রচিত হয়েছে। মৌখিক পরম্পরায় নাটকগুলি প্রচলিত ছিল। পালাকার ও কবিরা নিজেদের

প্রতিভা অনুযায়ী বিভিন্ন নামে যোগীনাটক রচনা ও অভিনয় করেছেন। নাথধর্ম, সাধনতত্ত্ব ও জীবনশৈলী সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা জাগিয়ে তোলার কারণে লোকজীবনে দীর্ঘদিন এই নাট্যধারা সক্রিয় ছিল। যোগীযাত্রা 'চম্পাবতী' গ্রামীণ নাটক হিসেবে ২৪পরগণার সুন্দরবন, মেদিনীপুর ও তৎসংলগ্ন ওড়িশায় প্রচলিত আছে। সেখানে 'চম্পাবতী' যাত্রায় ভিলেন চরিত্র হিসেবে ছিলেন একজন দরজি। পরবর্তী সময়ে দরজির জায়গায় উঠে এসেছে যোগী বা যুগী চরিত্র। নাটকটি লোকসমাজে সম্পাদিত হওয়ার কারণে এই যোগী চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। যোগী নাটকের কোনো লিখিত বা মুদ্রিত রূপও ছিল না, মৌখিক সাহিত্য হিসেবে লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। তার কারণে ২৪পরগণার সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের বিভিন্ন জায়গায় পৃথক পৃথক নামে যোগীযাত্রা নাটক অভিনীত হয়। তবে যোগীযাত্রার সঙ্গে নাথসম্প্রদায়ের সরাসরি কোন সম্পর্ক ছিল না বলে আমাদের অভিমত। মেদিনীপুরে যোগীর গান প্রচলিত আছে। তারফলে গ্রামীণ সমাজে তাদের সেই প্রভাবের কারণে যোগীযাত্রায় নাথযোগী চরিত্রের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। তাছাড়া মুসলমান শাসকদের সময়ে সুফি ও ফকিরি ধারার সঙ্গে নাথযোগী সম্প্রদায়ের যোগধারার একটা আপোষ সমন্বয়ের কারণে নাথপন্থের কথা-কাহিনি সেখানে মিশে গিয়েছে।

গবেষক শ্যামল বেরা সংগৃহীত 'চম্পাহরণ' লোকনাট্য পালার গানের ভণিতায় দু'জন রচয়িতার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়— দ্বিজশংকর(দু'বার) এবং কৃপাসিন্ধু (পাঁচবার)। ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি উল্লেখ করেছেন 'চম্পাবতী' লোকনাট্যের রচয়িতা চূড়ারাম দাস। গবেষক বিশ্বজিৎ ঘোষ সুবর্ণরেখার পূর্বতীরে দাঁতন থানার অন্তর্গত বেলমূলা গ্রামের পুলিন প্রামাণিকের কাছ থেকে যোগীনাটকের আরেকটি পালা সংগ্রহ করেন। পালার নাম 'বাঘাম্বর কর্তৃক যুগীনাথ বধ'। প্রকাশক ও রচয়িতা কৃপাসিন্ধু দাস। প্রকাশ কাল ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ। পালা রচয়িতা কৃপাসিন্ধু দাস ও চূড়ারাম দাস একই ব্যক্তি কিনা বলা যাচ্ছে না।

তবে বলা যায় কাহিনিটি দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলা এলাকায় মৌখিক পরম্পরায় প্রচলিত ছিল, পালাকার ও কবিরা নিজেদের প্রতিভা অনুযায়ী বিভিন্ন নামে যোগীনাটক রচনা ও অভিনয় করেছেন। যোগীনাটকের কাহিনি বিস্তৃত, রোমাঞ্চকর ও রূপকথা মঙ্গলকাব্যধর্মী। যোগীর মৃত্যুর বিষয়ে জানতে চম্পাবতী রূপকথা-মঙ্গলকাব্যের নায়িকার মত ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন। লঙ্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন বাঘাম্বর। সেখানে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী বাচ্চাদের অজগর খেতে গেলে তাকে বাঘাম্বর হত্যা করে। ব্যাঙ্গমার বাচ্চাদের অনুরোধে ব্যাঙ্গমা বাঘাম্বরকে নিয়ে যায় লঙ্কায়। অঞ্চল বিশেষে কিছু বৈচিত্র্য কাহিনিতে চোখে পড়ে। নাথেরা কোনো না কোনো ভাবে কায়াসাধনা তত্ত্বের মাধ্যমে মুসলমান যোগীদের প্রভাবিত করেছিল। তারফলে বাংলায় নাথযোগীদের প্রভাব মুসলমান মরমী সাধকদের উপর সক্রিয় ছিল। যোগীযাত্রা 'চম্পাহরণ'-র ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটেছে বলে মনে হয়। যোগী প্রায় অমর অবস্থায় লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করেছেন। সে যোগদড়ি হাতে সর্বত্র যাতায়াত করে। এ যোগদড়ি যেন অণিমা-লঘিমা ইত্যাদি অষ্টসিদ্ধির প্রতীক। তার সাধনা এখানে সত্যপীরের কেরামত, অর্জিত যোগলৌকিক শক্তি নয়। অবশ্য যোগী অক্ষয়নাথ ভ্রষ্ট চরিত্রে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ যোগদর্শনের এই নাটকে পরাজয় ঘটেছে।

বর্তমানকালে বিভিন্ন কারণে এই লোক-ঐতিহ্য বিলুপ্তির পথে। যোগীনাটক বা যুগীনাটক বিলুপ্তির কারণ অনুসন্ধান করতে সক্রিয় হয়েছি এই গবেষণায়। দেখা যায় নাটকের কলাকুশলীদের মৃত্যুর কারণে, নতুন দল তৈরি না হওয়ায়, নাগরিক সংস্কৃতির আগ্রাসনে যোগীনাটক প্রায় অবলুপ্তির পথে চলে যেতে বসেছে। বাংলার প্রাচীন লোকনাটক যোগীনাটক বা যুগীনাটকের কাহিনি বিশ্লেষণ করলে ধর্মীয় সহনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গবেষণায় লোকনাটকের বিভিন্ন আঙ্গিক বিশ্লেষণ, মোটিফ, সমাজচিত্র, ধর্ম সমন্বয়ের চিত্র বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়: লোকগান

নাথযোগীদের ধর্মীয় তত্ত্বমূলক বিভিন্ন গানই যোগীরগান নামে পরিচিত। এখনও যোগীর গান রচনা ও গাওয়া হয়ে থাকে। বিভিন্ন পুজো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উমা, মেনকাকে অবলম্বন করে যোগের যে সমস্ত কাহিনি ও আচরণ প্রচলিত আছে সেইসব বিষয়ে মূলত যোগীর গান রচিত হয়। গ্রামীণ লোকগানের সুর, কোথাও ভাটিয়ালি গানের সুরে ত্যাগ-বৈরাগ্যের চেতনার সঞ্চার ঘটানোই যোগীর গানের লক্ষ্য। যোগীর গান কেবল নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। অন্য সম্প্রদায় এবং ধর্মের মানুষের মধ্যে এসমস্ত গান কথকতা বা নাটকের মত করে পরিবেশিত হয়। পূর্ববঙ্গে যোগীর গানের এই ধরনের নাট্যরীতির পরিবেশনা দেখা যায়। তবে মাধুকরী ও ব্রহ্মসঙ্গীত পর্যায়ের যোগীর গানগুলির মাধ্যমে নাথপন্থের যোগীগণ আজও সাধারণ মানুষকে নিবৃত্তিমার্গে অনুপ্রাণিত করেন। নাথমঠে নিয়মিতভাবে সঙ্গীতের রস-ভাব আস্বাদন করে সাধারণ মানুষ নাথযোগ পরম্পরায় অনুপ্রাণিত হন। যোগী রাজচরণনাথ, যোগী সৎপুরানন্দনাথ, যোগী আনন্দনাথ, সাধক যোগী বাসুদেব রচিত যোগীর গানগুলি নাথপন্থের সজীব ও প্রবহমান ধারার দৃষ্টান্ত বহন করছে। বিষয়বস্তুর নিরিখে যোগীর গানকে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে সংগৃহীত টেক্সট নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিশেষত্ব, নাথপন্থের দর্শন ও সাহিত্যগত গুরুত্ব বিশ্লেষণে উঠে এসেছে বলা যেতে পারে। যোগীর গান, তিননাথের গান, তিননাথের পাঁচালি, গোরক্ষনাথের গান, আকোয়ালি গান পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অসম, পূর্ববঙ্গ (বাংলাদেশ) থেকে সংগৃহীত হয়েছে। পাশাপাশি পূর্ব সংগৃহীত যোগীরগানে নাথধর্মের স্বরূপ, বিষয়বস্তু ও সাহিত্যগত গুরুত্ব বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। গোরক্ষনাথের অলৌকিক সাধন-ভজনের কাহিনি গোরক্ষনাথের গানে স্থান পেয়েছে। গোরক্ষনাথের গান বাংলার সীমানা অতিক্রম করে সর্বভারতীয় নাথসম্প্রদায়ের অবলম্বন হয়ে উঠেছে। তাছাড়া

কোনো সাম্প্রদায়িক বোধজনিত অলৌকিকত্বের প্রচার ছিল না বলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বাইরে জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবশ্রেণির মানুষের মধ্যে একবিংশ শতাব্দীতে এসেও গোরক্ষনাথের গান এতটুকুও প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি। বরং সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনসংগ্রাম, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, কৃষি উৎপাদন, গবাদিপশুর নিরাপত্তা ইত্যাদি গ্রামীণ সমাজের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে গানগুলি রচিত হয়েছে বলে সাধারণ মানুষ তার মধ্যে নিজেদের খুঁজে পান। সর্বোপরি সাধারণ গায়েনের দলের মুখে মুখে গোরক্ষনাথের গানগুলি কয়েকশো বছর ধরে চলে এলেও মূল কাহিনির কোনও ব্যতিক্রম ঘটে নি, বরং পাঠবৈচিত্র্য লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পূর্ববঙ্গ থেকে নাথসম্প্রদায়ের বেশকিছু যোগীরগান সংগ্রহ করেছিলেন। এই গানগুলির মধ্যে লোক-গীতিকারদের কল্পনাশক্তি, সৌন্দর্যচেতনা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ খুঁজে বের করার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান ও সাহিত্যকে যোগীরগান কীভাবে প্রভাবিত করেছিল সেটাও অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যদিকে তিননাথ ও ত্রিনাথকে কেন্দ্র করে যে নাথযোগ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে কাজ করেছে প্রাগবৈদিকযুগের মুনিধারার ব্রহ্মবাদের প্রভাব। পূর্বভারতে অসম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ (বাংলাদেশ) এবং উত্তরবঙ্গে তিননাথের গান এবং ত্রিনাথের মেলা এখনও জীবিত ও প্রবহমান রয়েছে। নাথসম্প্রদায়ে তিননাথের গান আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের গল্প ও গান হিসেবে পরিচিত। ত্রিনাথের পুজো আসলে দত্তাত্রেয়নাথের পুজো। ত্রিগুণের মিলন অর্থেই ত্রিনাথের মেলা বলা হয়। এঁদের পুজোর প্রধান উপকরণ হল যোগের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ এবং ভক্তি। তারফলে এই অপূর্ব ধর্মসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। তার অধ্যাত্মরসের মধ্যেও যে সাহিত্য-লক্ষণ রয়েছে তা অনুসন্ধান করাই আমাদের লক্ষ্য।

নাথ সম্প্রদায়ের সমস্ত রীতিনীতি, সাধনপদ্ধতি ও সংস্কৃতি গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চলে আসছে। তারফলে অনেক কিছুই আমাদের কাছে অজানা থেকে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে প্রত্যক্ষবাদের মানদণ্ডে গুরুবাদী এই আধ্যাত্মিক পরম্পরাকে উপলব্ধি করা এককথায় অসম্ভবই বলা যায়। যোগদর্শন মূলত অন্তর্বাহির, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষের সমীকরণবাহী সাধনমার্গ। তাছাড়া একথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে অবনত বৌদ্ধযুগে শৈব-শাক্ত-বৌদ্ধ-জৈন-আজীবিক ইত্যাদি দর্শন মিলে গিয়েছিল এবং আদিনাথের পরে নবনাথধারায় এখন আধুনিক নাথপন্থ। একথাও সত্য যে নাথ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী যোগীরাই নাথপন্থকে সজীব ও জীবন্ত ধারা হিসেবে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছেন। এসব বিষয়ের বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখে যোগীর গানকে আমরা কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি—

১. মাধুকরী গান বা ব্রহ্মসংগীত,
২. সাধনতত্ত্ব বা যোগতত্ত্ব বা গুরুব্রত যোগসঙ্গীত,
৩. নাটগীতিমূলক যোগীর গান, এবং
৪. বন্দনামূলক বা আখ্যানমূলক যোগীর গান।

মাধুকরী ও ব্রহ্মসংগীত পর্যায়ের যোগীর গানগুলিতে রূপকের সাহায্যে দেহসাধনা বা কায়াসাধনার কথা প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন রাগ-রাগিনী, ছন্দ, তাল সহযোগে পরিবেশিত জ্ঞানমূলক সঙ্গীত এই ধরনের গানগুলি। গানের বাহ্যিক সৌন্দর্য অতিক্রম করে ভেতরের জ্ঞানময় সত্তাকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেন একজন যোগীপুরুষ। গৃহস্থ যোগী, সন্ন্যাসীযোগীগণ একসময় এই ধরনের গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আব্দুল হালিম প্রামাণিক মনে করেন যে যোগী সম্প্রদায়ের এই আচার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধারাবাহিকতায় অদ্যাবধি বিদ্যমান। বর্তমানে রংপুর অঞ্চলের যোগীরা ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে

অন্যান্য পেশায় যুক্ত হয়েছে। কিন্তু তাদের পূর্বপুরুষ গান গেয়ে ভিক্ষা করত এই ইতিহাসে এখনো তারা গৌরবান্বিত বোধ করেন। মাধুকরী ও ব্রহ্মসংগীত পর্যায়ের যোগীরগান হল যথাক্রমে–আদিনাথপন্থী যোগী রাজচরণ নাথ রচিত যোগীর গান, কৌল নাথযোগী সৎপুরানন্দনাথ রচিত যোগীর গান, গোরক্ষনাথী যোগী আনন্দনাথ রচিত যোগীর গান, সাধক যোগী বাসুদেব রচিত নাথ-অঘোরী ধারার যোগীরগান বা যোগসংগীত ইত্যাদি।

মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ ও তাঁদের অনুসারীদের যোগদর্শন এবং পদ্ধতি নাথ সম্প্রদায়ের লোক-মহাকাব্য বোঝার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাসঙ্গিক নয়। রূপকধর্মী যোগীর গান বা নাথগাথায় প্রকৃতপক্ষে কিছু রহস্যময় বার্তা থাকতে পারে। গ্রামীণ এলাকায় মানুষ নাথপন্থের সঙ্গে সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে জড়িত হওয়ার কারণ শুধু যোগধারার কারণে নয়, বরং নির্গুণ ভক্তি এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির কারণে। নির্গুণ ভক্তি গ্রামের মানুষের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বিষয়টিকে প্রচার করে নাথ সম্প্রদায়। মাধুকরী গান ও ব্রহ্মসংগীতের মাধ্যমে নাথপন্থের যোগীগণ সাধারণ মানুষকে নিবৃত্তি মার্গেও অনুপ্রাণিত করেন। সাধারণত ভোরবেলায় উঠে গৃহস্থ যোগীরাও নির্দিষ্ট সুরে গান করেন তার অর্থজ্ঞান সকলের কাছে বোধগম্য না হলেও মানুষ সুরে বিমোহিত হন। বৈরাগ্যসাধন মূলক যোগীরগানগুলি নাগরিকজীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও বিনোদনের কারণে হারিয়ে যেতে বসেছে। প্রাচীন সঙ্গীতের রস আস্বাদন করে গ্রামের মানুষের অন্তঃকরণে একদা বৈরাগ্যের সঞ্চার হত। এখন উৎসব অনুষ্ঠানে ছাড়া নাথ সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগীর গান গাইতে দেখা যায় না। তবে সন্ন্যাসী নাথযোগীরা নিয়মিত নির্গুণ ভক্তি-সংগীত ও ব্রহ্মসংগীত চর্চা করেন, লেখেন এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সেই সঙ্গীতের রস-ভাব আস্বাদন করে সাধারণ মানুষ যোগ পরম্পরায় অনুপ্রাণিত হন।

ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর, কুমারঘাট, জেলা উত্তর-ত্রিপুরা পুষ্করনাথ যোগমঠ থেকে আদিনাথপন্থের যোগী রাজচরণ নাথ রচিত বেশ কয়েকটি যোগীর গানের সংকলন পাওয়া গিয়েছে। যোগাচার্য রাজচরণ নাথের 'লোকসঙ্গীত' নামের যোগীর গানগুলি রূপকধর্মী গান। এই যোগীর গানগুলি মাধুকরী গান ও ব্রহ্মসংগীত পর্যায়ের যোগীর গান। যোগী রাজচরণ নাথ অসমের যোগী পুষ্করনাথের শিষ্য যোগী হীরানাথের নিকট যোগদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তারপর থেকে তিনি গুরুনির্দেশে অসম, পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশে নাথপন্থের দর্শন ও যোগপ্রণালী প্রচারের কাজ করেছেন। কলকাতায় 'আসামবঙ্গ যোগী সম্মিলনী'-র মুখপত্র 'যোগিসখা' পত্রিকাতে তাঁর বেশ কয়েকটি যোগীর গান প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখা এই গানগুলি পাঠ করে দাদাগুরু যোগী পুষ্করনাথ ভীষণ প্রশংসা করেছিলেন। যোগী রাজচরণ নাথ বহু যোগীর গান রচনা করেছেন। এই গানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'লোকসঙ্গীত', 'গুরুব্রত যোগসংগীত', 'পদাবলী কীর্তন', 'কীর্তন', 'গীতার ধর্ম', 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' ইত্যাদি। যোগী রাজচরণ নাথ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও নাথমঠ ও সংস্কৃতির শিক্ষায় অগ্রগণ্য যোগী সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁর শিষ্য যোগী সূর্যোদয় নাথ (যোগদীক্ষার নাম, পূর্বাশ্রমে রমেশ নাথ ভৌমিক) জানিয়েছেন যোগীর গানে তাঁর অনুভূতির গভীরতা, ভাবতন্ময়তা, শব্দচয়নের দক্ষতা এবং অনায়াস গায়নভঙ্গী শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখত। ব্রহ্মবিদ্যার সাংকেতিক ভাষায় রূপক ব্যবহার তাঁর লেখা গানগুলির বিশেষত্ব।

নাথপন্থের যোগীগণ যেসব সঙ্গীতের মাধ্যমে জনসাধারণকে নিবৃত্তি মার্গে আকর্ষণ করতেন সেইসমস্ত সঙ্গীতে একদিকে যোগতত্ত্ব, অন্যদিকে বৈরাগ্যসাধন মূল আবেদন হিসেবে কাজ করেছে। গ্রামীণ বিভিন্ন লোকগানের সুর, কোথাও ভাটিয়ালি সুরে বৈরাগ্যের সঞ্চার ঘটানোই এই ধরনের যোগীর গানগুলির লক্ষ্য। প্রাচীন সঙ্গীতের রস আস্বাদনের

মাধ্যমে বৈরাগ্যমূলক যোগীরগানগুলি আবহমান কাল ধরে মানুষের মনে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে। যেমন –'শ্রীশ্রীগুরুব্রত যোগসংগীত' ইত্যাদি।

যোগীরগান কেবল নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন সীমাবদ্ধ নেই। তারফলে অনেক যোগীর গান পালা বা নাটকের মতোও পরিবেশন করা হয়। মীননাথ–গোরক্ষনাথের কাহিনি বা গানগুলি প্রাচীন ও মধ্যযুগে এতবেশি জনপ্রিয় হয়েছিল যে নাট্যধারায়ও অস্তিত্ব মেলে। এখনো বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে প্রচলিত 'মোনাই তোনাই' পালায় তার অস্তিত্ব রয়েছে। যোগীর গানের নাট্যরীতির পরিবেশনা রাজশাহী, বগুড়া অঞ্চলেও পরিবেশিত হয়। যোগীর গানের দলের সদস্যগণ তাকে যোগীর গান বলেই পরিচয় দেন। যোগীর গানের বিভিন্ন পালায় নাথ সম্প্রদায়ের যোগতত্ত্ব বিশেষ করে সৃষ্টিরহস্য, দেহতত্ত্ব, চন্দ্রসাধন, স্বপ্নতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব ইত্যাদি পরিবেশিত হয়। যোগী শিব ও যোগিনী দুর্গা মর্ত্যে এসে লোকায়ত সমাজে যোগজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ দেন। এই যোগীর গান নাটকের মত পরিবেশিত হলেও এখানে কায়াসাধনার কথা বলা হয়েছে। যেমন– পূর্ববঙ্গে প্রচলিত যোগীর গান, হেচ্চো গান বা গোরক্ষনাথের গান ইত্যাদি।

গোরক্ষনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথের যোগলৌকিক ক্ষমতা অবলম্বনে বহু যোগীর গান রচিত হয়েছে। এখনো এই ধরনের যোগীর গান রচিত হয় এবং গাওয়া হয়ে থাকে। এমনকি বিভিন্ন পুজো, অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উমা, মেনকাকে অবলম্বনে যোগের যেসমস্ত কাহিনি ও আচরণ প্রচলিত আছে সেবিষয়েও যোগীর গান রচিত হয়েছে। এই ধরনের যোগীর গানে একটা প্রচলিত বিষয়বস্তু বা কাহিনি গড়ে উঠেছে। এদের আখ্যানমূলক যোগীর গান বলা যেতে পারে। যেমন—দুর্গামঙ্গলের গান বা নিগম সপ্তক, তিননাথের গান, গোরক্ষনাথের মাগনের গান ইত্যাদি।

শিলাইদহে থাকাকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাধারণ মানুষের গভীর সান্নিধ্যে আসেন। সেখানকার লোকায়ত সংস্কৃতি ও অধিবাসীদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায় ও তাদের সংস্কৃতির ইতিহাস জানার সুযোগ তিনি লাভ করেন। গ্রামবাংলার মানুষদের জীবনচর্যা ও লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ আকর্ষণ অনুভব করলেন। তিনি এইসব সংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহে এগিয়ে এলেন। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পূর্ববঙ্গ থেকে নাথ সম্প্রদায়ের সাধন বিষয়ক কিছু গান সংগ্রহ করেছিলেন। নাথ সম্প্রদায়ের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে এই 'যোগীর গান'-গুলি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

গোরক্ষনাথের গান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং মেদিনীপুর জেলায় ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। পূর্ববঙ্গের পাবনা, বগুড়া, ময়মনসিংহ, ঢাকা এবং রাজশাহী জেলায় একপ্রকার পরিচিত এবং প্রচলিত লোকগান। গানগুলিতে নাথসিদ্ধ গোরক্ষনাথের অলৌকিক সাধন-ভজনের কাহিনি স্থান পেয়েছে। হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষত কৃষিজীবী, গবাদি-পশুপালক মানুষের কাছে গোরক্ষনাথের গান বেশি জনপ্রিয় হয়েছে। কেবলমাত্র ধর্মীয় ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক বিস্তারের কারণে গোরক্ষনাথের গানগুলি রচিত হলে নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। তাছাড়া নাথ সম্প্রদায়ের বিরাট অংশের মানুষ নাথ পরম্পরা থেকে বিচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গোরক্ষনাথের গানের ক্ষেত্রে তা ঘটল না। বরং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অনেক লোকগান, লোককথা, গীতিকা ইত্যাদি হারিয়ে গেলেও গোরক্ষনাথের গান বাংলার সীমানা অতিক্রম করে সর্বভারতীয় নাথ ধর্মসম্প্রদায়ের অবলম্বন হয়ে উঠেছে। কোনো সাম্প্রদায়িক বোধজনিত অলৌকিকত্বের প্রচার ছিল না বলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বাইরে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে একবিংশ শতাব্দীতে এসেও

গোরক্ষনাথের গানগুলির প্রাসঙ্গিকতা এতটুকুও হারায় নি। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনসংগ্রাম, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, কৃষি উৎপাদন, গবাদিপশুর নিরাপত্তা ইত্যাদি গ্রামীণ সমাজের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে গোরক্ষনাথের গানগুলি রচিত হয়েছে বলে সাধারণ মানুষ তার মধ্যে নিজেদের খুঁজে পান। সর্বোপরি সাধারণ গায়েনের দলের মুখে মুখে গোরক্ষনাথের গানগুলি কয়েকশো বছর ধরে চলে এলেও মূল কাহিনির কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি, বরং পাঠবৈচিত্র্য লাভ করেছে। গোরক্ষনাথের গানগুলি সমাজ ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতার ধর্ম বাংলার সাধারণ মানুষকে উপহার দিয়েছে বলে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় হয়েছে। কৃষির অস্তিত্ব গোরুর উপর নির্ভরশীল। তাই গোরক্ষক দেবতা হিসেবে গোরক্ষনাথ ধর্ম-সম্প্রদায়ের ঊর্দ্ধে অসাম্প্রদায়িক চেতনা স্থাপন করেছেন। তারফলে পরবর্তীতে পীরের মাহাত্ম্য হিন্দু সমাজকেও প্রভাবিত করেছে। নাথযোগী জাতি আদিকাল থেকেই যাজ্ঞিক-বৈদিকগণের চারবর্ণ বিভাজনের বিরোধিতা করে এসেছে। গোরক্ষনাথের গানগুলিতেও কৃষি, গোপালন ইত্যাদি কোনো কাজকে অশ্রদ্ধা না করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে সেগুলিকে সদ্‌ভাবে গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তারফলে ধর্ম, সম্প্রদায়ের গণ্ডী অতিক্রম করে বাংলার সর্বশ্রেণির মানুষকে গোরক্ষনাথের গানগুলি অসাম্প্রদায়িক বিভেদহীন মানবধর্মকে উপহার দিয়েছে। সর্বোপরি নাথসাধনা মূর্তি পুজোর থেকে দেহশুদ্ধি সাধনাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে বলে তা মুসলমানদেরও আকর্ষণ করেছে। গোরক্ষনাথের গানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বাইরে বৃহত্তর হিন্দু সমাজে গোরক্ষনাথের প্রভাব থেকে বোঝা যায় বৃহত্তর বাংলায় নাথপন্থের প্রভাব কতখানি পড়েছে। 'গোরক্ষনাথের গান'-এ দেখা যায় নাথযোগী সম্প্রদায়ের মানুষ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রধারার প্রভাব এড়িয়ে চলার সাহস দেখাতে পেরেছেন।

'তিননাথের গান' ও 'ত্রিনাথের মেলা' এক নয়। গল্প বা কাহিনি এক হলেও তিননাথের গান আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের গল্প ও গান। ত্রিনাথের পুজো দত্তাত্রেয়নাথের পুজো। তিননাথের সমাগম অর্থে তিননাথের মেলা ব্যবহৃত হয় নি। ত্রিগুণের মিলন অর্থেই ত্রিনাথের মেলা। সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের মিলন প্রাধান্য পেয়েছে বলে ত্রিনাথের মেলা। নাথযোগীদের তিনজন বিশিষ্ট সিদ্ধ হলেন আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ। তাঁরা মানবগুরু হয়েও দেবগুরুর মতো সম্মানিত হন। এখানে আদিনাথ মানবগুরুই, দেবগুরু নন। আদিনাথের কিংবদন্তি থাকলেও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই বলে কল্পিত হয়েছেন দেবগুরু শিবরূপে। আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ তিননাথ কিন্তু ত্রিনাথ নন। নাথযোগ সাহিত্য প্রাগবৈদিক যুগের মুনিধারার ব্রহ্মবাদের সংস্করণ। সন্ন্যাসী শ্রেণির নাথযোগীরা একসময় ব্রহ্মগীত পরিবেশন করে মানুষের মঙ্গল কামনা করতেন। বর্তমানেও একশ্রেণির মাধুকরীবৃত্তির নাথযোগী 'অলখ নিরঞ্জন' উচ্চারণ করে ব্রহ্মচেতনার ইঙ্গিত দিয়ে থাকেন। সকলের মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে সকল—এই চেতনায় ব্রহ্মজ্ঞান। নাথযোগীদের একাংশকে ভিত্তি করে নাথধর্ম সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব নয়। কারণ নাথধর্মে কৌল বা মৎস্যেন্দ্রনাথী, গোরক্ষনাথী, নাথ অঘোরী, কাহ্ন বা কানুপানাথের কাপালিক পন্থ, শিবযোগী আদিনাথপন্থ ইত্যাদি শাখা রয়েছে। এমনকি নাথধারায় গৃহস্থও বজ্রব্রহ্মচারী হতে পারেন। অবশ্য তাঁকে সহজোলী যোগমুদ্রা দ্বারা মৈথুনে ঊর্ধ্বরেতা সাধনা আয়ত্ত করতে হয়। গোরক্ষপন্থী যোগীরা ব্রহ্মচর্য যোগ সাধন করলেও কৌল নাথযোগীরা যুগল সাধনায় বিশ্বাসী। তবে মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের সাধনায় বাহ্যত পার্থক্য থাকলেও অন্তর্নিহিত পার্থক্য নেই। দত্তাত্রেয়নাথ তান্ত্রিক পরম্পরার প্রবর্তক হলেও শেষে তা মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রচার করলেন। গোরক্ষনাথ পাশুপত ও কৌল ছিলেন। পাশুপত ও কৌলধারার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী দুই-ই

নাথপন্থে স্বীকৃত। ভৈরবী বা সাধনসঙ্গিনী প্রতীকী এবং বাস্তব দুটোই প্রচলিত আছে। আদিতে নাথপন্থ সিদ্ধধারা নামেই পরিচিত ছিল। অবধূত হল সাধনস্তর বা পর্যায়। কাশ্মীরের ত্রিক-দর্শনও নাথপন্থের দর্শনকে প্রভাবিত করেছে। কানুপানাথ ও জালন্ধরনাথের কাপালিক তান্ত্রিকধারা, মৎস্যেন্দ্রনাথের যোগিনী কৌলধারা এবং গোরক্ষনাথের পাশুপত ও সিদ্ধধারা পাশাপাশি নাথপন্থে প্রচলিত রয়েছে। মৎস্যেন্দ্রনাথের 'শাবরচিন্তামণিঃ' এবং গোরক্ষনাথের 'সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি' গ্রন্থে নাথপন্থের সমস্ত ধারণা ও দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। গোরক্ষনাথ নাথসিদ্ধমতে কাপালিক, লাকুলীশ, অঘোর, সিদ্ধ, যোগীশ্বরী আদি মতকে অন্তর্ভুক্ত করেন। সেকারণে নাথ সম্প্রদায়ের সাধনপদ্ধতিতে বৈদিক, অবৈদিক, তান্ত্রিক, দক্ষিণাচারী, বামাচারী তত্ত্ব দেখতে পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়: আধুনিক সাহিত্যে নাথধর্ম ও সংস্কৃতি

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে আধুনিক বাংলাসাহিত্যে নাথপন্থ ও নাথসংস্কৃতির পরিচয় উদ্ধৃত হতে থাকে। তবে নাথধর্মকে প্রকাশ করার লক্ষ্যে নয়, প্রাচীন ঐতিহ্যের আধুনিক ভাষ্য রচনায় লক্ষ্য। এইভাবে প্রাচীন-মধ্যযুগে নয়, এমনকি আধুনিক যুগে এসেও নাথপন্থকে কেন্দ্র করে বাংলাসাহিত্যে বৈচিত্র্য ধরা পড়ল। নাথপন্থকে কেন্দ্র করে এই সময়েও সাহিত্যের নির্মাণ থেকে বিনির্মাণ চলছে। আহমেদ মাওলার 'ময়নামতী উপাখ্যান', মোহিত কামালের 'লুইপা'র কালসাপ', শওকত আলীর 'প্রদোষে প্রাকৃতজন', রিয়া মুখার্জীর 'অঘোরী মা ষোড়শীনাথ', দেবনাথ বকসীর 'অঘোরীর আনন্দকানন', প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রমণকাহিনিমূলক উপন্যাস 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ', কালিকানন্দ অবধূতের 'মরুতীর্থ হিংলাজ', স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'জলের উপর পানি', মিরাজুল ইসলামের 'মুঘল গীবত', ব্রজেন মজুমদারের 'সন্ধ্যা দীপের শিখা', কৃষ্ণ

দেবনাথের ‘রাজসন্ন্যাসী চৌরঙ্গীনাথ’, ‘প্রেমময়ী পার্বতী’ প্রভৃতি উপন্যাস ও সুমনা সাহার ‘আলোর পথে’ প্রভৃতি ছোটগল্প এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘পূর্ণচন্দ্র’ ইত্যাদি নাটকে নাথপন্থের যোগধর্ম, সাধনপ্রণালী, ইতিহাস ও সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। সেইসূত্রে নাথপন্থের দর্শন, সাধনা ও সংস্কৃতি আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভে তুলে ধরাই বিশেষ উদ্দেশ্য।

আধুনিক মানুষের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি নিবিড় টান এই ধরনের সাহিত্য রচনার মূলে কাজ করেছে। একালের চিন্তাশীল সৃজনশীল মানুষেরা সেকালের জীবনবোধের সঙ্গে পরিচয় করাতে চেয়েছেন একালের পাঠকদের। কোথাও দায়, কোথাও বা ভালোবাসা বোধ থেকে রচিত হয়েছে উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্পের জটিল প্লট যেখানে স্বাচ্ছন্দ্যে হাজির হয়েছে নাথপন্থের বিচিত্র রূপ।

এখানে যে উপন্যাস, ছোটগল্প ও নাটকগুলি বিশ্লেষিত হল তার সবগুলি সরাসরি নাথধর্মকে কেন্দ্র করে নয়। বেশকিছু রচনায় মূলত চর্যাপদ ও বৌদ্ধসাধনতন্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে নাথসংস্কৃতি। ‘অঘোরীমা ষোড়শীনাথ’ উপন্যাসে একালের পাপিয়া জীবন উপলব্ধিতে প্রাপ্ত নাথধর্মের সারাৎসারের রসোদ্গার দেখা গিয়েছে। ‘ময়নামতীর উপাখ্যান’ উপন্যাসে নাথযোগিনীর জীবনালেখ্যে সাধনার রহস্যময় তত্ত্ব ব্যঞ্জিত হয়েছে। উপন্যাসের প্লট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাচীন ও মধ্যযুগের। ‘পূর্ণচন্দ্র’ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নাথসিদ্ধ যোগী চৌরঙ্গীনাথ। নাটকটিতে যোগী গোরক্ষনাথের ইন্দ্রিয় আসক্তিহীনতা গিরিশচন্দ্র ঘোষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সুমনা সাহার ‘আলোর পথে’ ছোটগল্পে যোগী গোরক্ষনাথের শিষ্য নাথযোগী ভর্তৃহরির সৃষ্টিশীলতা, বৈরাগ্য ও সাধনা প্রধান বিষয় হিসেবে অভিনবত্ব লাভ করেছে। কিন্তু লেখকেরা ফ্ল্যাশব্যাক, যোগধারা, মেডিটেশন,

প্ল্যানচেট, আত্মস্মরণে নাথধর্ম, সাধনা ও সংস্কৃতির পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। কিছু উপন্যাস ও অন্যান্য সাহিত্যে সমকালের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত দৃষ্টি দিয়ে নাথপন্থের রহস্যে আলোকপাতের প্রচেষ্টাও দেখা গিয়েছে উপন্যাস, নাটক ও ছোটগল্পের বয়ানে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গিয়েছে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার বাইরের সাধারণ মানুষদের সমন্বিত করা ও সাধনার সুযোগ করে দিতেই নাথপন্থ সাহায্য করছে এবং প্রবহমান রয়েছে।

উপসংহার:

নাথধর্মের উদ্ভব থেকে আজ পর্যন্ত রৈখিক বিবর্তনের ইতিহাস গবেষণায় উঠে এসেছে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য ধর্ম ও সংস্কৃতির সংযোগে নাথধর্ম গ্রহণ বর্জন ও রূপান্তরের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে। নাথধর্ম শুধু সাধনপদ্ধতি হিসেবে গূঢ়, অপ্রকাশ্য ধর্মমতে পরিণত হয়নি, শিষ্ট ও লোকায়ত সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তার প্রকাশ ঘটেছে। বর্তমান জনজীবনেও নাথধর্মের প্রভাব প্রবল। অখণ্ড ভারত এবং বহির্ভারতেও প্রায় সমানভাবে নাথধর্ম ও জীবনশৈলী অনুসৃত হচ্ছে। নাথধর্ম ও সাধনতত্ত্বকে আশ্রয় করে বহু লোকায়ত এবং শিষ্টসাহিত্য রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। অর্থাৎ সপ্তম শতকে যে ধর্মমতের উন্মেষ একবিংশ শতাব্দীতেও তা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক এবং সক্রিয়। নাথধর্মের প্রতিটি রূপান্তরের কারণ যেমন গবেষণার মাধ্যমে বিশ্লেষিত হয়েছে তেমনি এর সাহিত্যরূপের বৈচিত্র্য আলোচিত হয়েছে। আমরা দেখেছি নাথধর্ম শৈবমত অনুসারে গড়ে উঠলেও পরবর্তীকালে বিভিন্ন পন্থ (পাশুপত, সিদ্ধ, রসসিদ্ধ, কৌল, যোগিনীকৌল, ভৈরব, ত্রিকমত, লাকুলীশ, কাপালিক, আগম, অবধূত, জৈন, বৌদ্ধ, আজীবিক মত ইত্যাদি) সমন্বিত হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে সাযুজ্য ও বৈসাদৃশ্য অনেক। কিন্তু নাথধর্ম, সাধনা সমন্বয়ী ঐক্যে বাঁধা পড়েছে।

আজও নাথসম্প্রদায়ের সমস্ত রীতিনীতি, সাধনপদ্ধতি ও সংস্কৃতি গুরুশিষ্য পরম্পরায় চলে আসছে। সেইকারণে প্রত্যক্ষবাদের মানদণ্ডে গুরুবাদী এই আধ্যাত্মিক পরম্পরা ও সাহিত্যকে উপলব্ধি করা এককথায় অসম্ভব বলা যায়। যোগদর্শন অন্তর্বাহির, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষের সমীকরণবাহী একপ্রকার সাধনমার্গ।

গৃহস্থ নাথসম্প্রদায়ের বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ব-স্মৃতি ছাড়া নাথসংস্কৃতি, দর্শন খুববেশি চোখে পড়ে না। কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন নাথমঠে আজও নাথপন্থের সাধনধারা, দর্শন ও সংস্কৃতিকে জীবন্ত ও অব্যাহত রেখেছেন। তাঁদের শিষ্য গৃহস্থ নাথেরা অবশ্য নাথযোগী পরম্পরা মেনে চলেন ও জানেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলায় নাথযোগী সন্ন্যাসীরা অতীত গৌরব অব্যাহত ও প্রবহমান রেখে চলেছেন। অথচ বাংলায় নাথপন্থের গবেষণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহিত্যকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। কিন্তু নাথধর্মের সাহিত্য ও যোগপরম্পরা মঠ থেকে গৃহস্থ নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে কমবেশি প্রচলিত রয়েছে, সেই বিষয়টি আমাদের গবেষণায় উঠে এসেছে। স্বাভাবিক কারণে বর্তমানেও বাংলায় নাথপন্থের মঠ ও মন্দিরকে কেন্দ্র করে লিখিত অগ্রন্থিত সাহিত্য বিষয়ে গবেষণার বিস্তৃত অবকাশ রয়ে গিয়েছে বলা যায়।

ভারতবর্ষে দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কিন্তু নাথসিদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, জালন্ধরনাথ সহ অন্যান্য নাথসিদ্ধগণ 'দ্বৈতাদ্বৈত' নামে এক নতুন দার্শনিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এই কারণে 'সিদ্ধপদ্ধতি'-কে সিদ্ধমত, সিদ্ধমার্গ, যোগমার্গ, যোগপন্থ, অবধূতমত, গোরক্ষনাথী, মৎস্যেন্দ্রপন্থী ইত্যাদি বিভিন্ন মত এবং মার্গ নাথপন্থে সম্মিলিত হয়ে এক নতুন পন্থের উদ্ভব প্রশস্ত হয়েছে, যেখানে নাথপন্থ বা যোগপন্থ নামে সাহিত্য প্রসিদ্ধ হয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে বলা যায় নাথপন্থে শাস্ত্রীয় ও

লোকায়ত দুটি ধারা রয়েছে। শাস্ত্রীয় ধারাটি বেদ, উপনিষদ এবং যোগশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত; লোকায়ত ধারাটি পাশুপত, কাপালিক, কালামুখ, লাকুলীশ, বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক, অঘোর, সহজিয়া, সিদ্ধ, অবধূত, কৌল, ভৈরব, সাংখ্যদর্শন ইত্যাদি ধারার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। দেহাত্মবাদী যোগসাধনা আমাদের দেশে বহুকাল ধরেই চলে আসছে। প্রাগাধুনিক যুগে বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থী ও নাথপন্থী শৈবদের হাতে যে বাংলা চর্যাপদ রচিত হয়েছিল সেখান থেকে শুরু করে আরও পরে নাথগীতিকার মধ্যেও দেহাত্মবাদী কায়াসাধনার কথা পাওয়া যায়। তবে নাথপন্থের সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জানা যায় যে জীবনস্রোতকে রুদ্ধ করে চিরজীবী হওয়ার এক অভিনব পন্থা তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন। এই দেহতত্ত্বমূলক সাধনা নাথপন্থ থেকে ধর্মসাহিত্যসহ অন্যান্য ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্য গ্রহণ করেছে। তবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে অন্যান্য লৌকিক ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের মাঝখানে উভয়ধর্মের সমন্বয়সাধন ও উভয়ের সংমিশ্রণে বাংলায় নাথধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল। নানান চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ও সংঘাত-সমন্বয়ের মাধ্যমে নাথসাহিত্য ও সংস্কৃতি আজও বাংলায় অব্যাহত ও জীবন্ত রয়েছে। হাজার বছরের বেশি সময় ধরে নাথসাহিত্য, সংস্কৃতির বহুমাত্রিক আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। নাথসম্প্রদায়ের সামাজিক জীবন, সাধনপ্রণালী ও দর্শনের ধারাবাহিক বৈচিত্র্যময় দিক বাংলাসাহিত্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তারফলে বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত নাথসাহিত্য ও সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে হয়ে উঠেছে যুগপৎ প্রসারিত ও বৈচিত্র্যময়। নাথেদের মৌলিক ও অভিনব চিন্তাধারার প্রভাবে এই সাহিত্য অনন্যতা লাভ করেছে। বর্তমান সময়ে লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্যে নাথপন্থের প্রভাব বিশ্লেষণ ও ক্ষেত্রবিচার করে জীবন্ত ধারাটিকে খুঁজে বের করা গবেষণার অভিমুখ হিসেবে কাজ করেছে। আমার অন্বেষা যাতে যুক্তিবুদ্ধিগ্রাহ্য রূপ গ্রহণ করে সেইজন্যে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, হুগলি, মুর্শিদাবাদ,

কোচবিহার জেলা, ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর, পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশ) বগুড়া, চট্টগ্রাম, ঢাকা ইত্যাদি জেলাগুলিকে সমীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে নির্দিষ্ট করে নাথধর্ম ও সংস্কৃতির লোকায়ত মূল্যমান বিধৃত রূপটি প্রকাশে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে মনে হয়েছে। একটি বিরাট সমাজের অনুভূতি ও উপলব্ধি, আদর্শ ও কল্পনা মিলে যে সুষমাপূর্ণ কাহিনি গড়ে উঠেছে তা প্রাচুর্যে অকৃপণ। লোকায়ত ও শিষ্ট এই দুই সাহিত্যধারায় গড়ে উঠেছে নাথসাহিত্য। তবে লোকজীবনের মত ব্যাপ্তি ও গভীরতা শিষ্টসাহিত্যে নেই। শিষ্টসাহিত্যে আছে ধর্ম ও দর্শনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। আর লোকায়ত সাহিত্যে যাপিত জীবনের অনুভবময় আত্মোপলব্ধির প্রকাশ। সামগ্রিক বিচারে নাথধর্ম ও সংস্কৃতির লোকায়ত রূপটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

ক. আকর গ্রন্থ:

ক. ১ বাংলা

- অবধূত, কালিকানন্দ। *মরুতীর্থ হিংলাজ*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., পঞ্চদশ মুদ্রণ, ১৩৬২।
- অশ্বিনীনাথ, যোগী। *যোগবিদ্*। শিলচর: শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজি যোগাশ্রম, ১৭ মে, ২০১১।
- অশ্বিনীনাথ, যোগী। *যোগের পথে নাদ*। শিলচর: শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজি যোগাশ্রম, ১৪০৩।
- অশ্বিনীনাথ, যোগী। *সদ্‌গুরু প্রসঙ্গ*। শিলচর: শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজি যোগাশ্রম, আশ্বিন ১৪০৮।
- অশ্বিনীনাথ, যোগী। *সাধক জীবনে যোগসিদ্ধ গুরুর কৃপা ও প্রভাব*। শিলচর: শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজি যোগাশ্রম, জৈষ্ঠ্য ১৪০৯।
- আনন্দনাথ, যোগী। *আনন্দের অনুভূতি*। বীরনগর নদীয়া: স্বপ্নউড়ান, ২০২৪।
- আলমগীর জলিল (সম্পা.)। *লোক-সাহিত্য সঙ্কলন*। চতুর্দশ খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, নভেম্বর ১৯৭৬।
- আলী, শওকত। *প্রদোষে প্রাকৃতজন*। ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৮।
- ইসলাম, মিরাজুল। *মুঘল গীবত*। ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২য় মুদ্রণ, ২০১৯।
- কবিরাজ, গোপীনাথ (সম্পা.)। *সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পদ্ধতি*। বারাণসী: সরস্বতী ভবন, ১৯২৫।
- কবিশেখরাচার্য, জ্যোতিরীশ্বর। *বর্ণন-রত্নাকর*। কলকাতা: ব্যাপটিস্ট মিশন, ১৯৪০।
- কামাল, মোহিত। *লুইপা'র কালসাপ*। ঢাকা: বিদ্যাপ্রকাশ, ২০১৯।
- *গোরক্ষদর্শন*। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, ১ম সং, ৩০ আগস্ট ১৯৯২।
- গোরক্ষনাথ। *গোরক্ষশতকম্*। নোনাব্‌লা পুনে: কৈবল্যধাম সমিতি, ২০১৩।
- গোস্বামী, বিজনবিহারী (সম্পা.)। *অথর্ববেদ*। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৩৫৮।
- ঘোষ, গিরিশচন্দ্র। *পূর্ণচন্দ্র*। কলকাতা: নিউ ওরিয়েন্টাল প্রেস, ২য় সং, ১৩০৫।
- চক্রবর্তী, স্বপ্নময়। *জলের উপর পানি*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২য় সং, ২০২৩।
- চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদকুমার। *তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., সপ্তম মুদ্রণ, ১৩৮২।
- চট্টোপাধ্যায়, ভক্তিমাধব (সম্পা.)। *শূন্যপুরাণ*। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রা. লি., ১৯৭৭।
- চৌধুরী, নৃপেন্দ্রনাথ (সম্পা.)। *হাড়মালা*। লালা, কাছাড়: ৬১ তম বার্ষিক অধিবেশন আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী, ১৯৭১।
- চৌধুরী, সত্যজিৎ, ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ ও অন্যান্য (সম্পা.)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। ২য় খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২য় সং, ২০০০।

- জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন। *তন্ত্র তথা কৌলসাধনা রহস্য*। বারাণসী: চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ২০১৬।
- তান্ত্রিক বহল (অনূদিত)। গোরক্ষনাথ রচিত *শাবরমন্ত্র গোরখ-তন্ত্র*। হরিদ্বার: রণধীর প্রকাশন, ২০১৬।
- দত্ত বড়থ্বাল, পীতাম্বর (সম্পা.)। *গোরখবাণী*। প্রয়াগ: হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, ২০০৪।
- দাস, ভবানী। *গোপীচাঁদের পাঁচালী,* ২য় খণ্ড। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৪।
- দাস, শ্যামসুন্দর (সম্পা.)। *কবীর গ্রন্থাবলী*। নিউ দিল্লী: তক্ষশিলা প্রকাশন, ২০১৯।
- দেবনাথ, কৃষ্ণ। *প্রেমময়ী পার্বতী*। কলকাতা: নব বাংলার আলো প্রকাশন, ২০১২।
- দেবনাথ, কৃষ্ণ। *রাজসন্ন্যাসী চৌরঙ্গীনাথ*। কলকাতা: নব বাংলার আলো প্রকাশন, ২০১৩।
- দ্বিবেদী, হজারীপ্রসাদ। *নাথসিদ্ধোং কী রচনাএঁ*। নিউদিল্লী: কিতাবঘর প্রকাশন, ২০১৯।
- নাথ, জীবন। *তিননাথের পাঁচালি*। গুয়াহাটি: দোতারা প্রকাশনী, ২য় সং, ২০১৬।
- নাথ, জীবন। *ত্রিনাথের মেলা*। গুয়াহাটি: প্রকাশক জয়াদেবী, ২১ অক্টোবর ২০০৬।
- নাথ, নরহরি (সম্পা.)। মৎস্যেন্দ্রনাথ রচিত *শাবরচিন্তামণিঃ*। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, ২০৪৬ বিক্রম।
- নাথ, রাজমোহন (অনূদিত)। *গোরক্ষবাণী*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: নাথসাহিত্য সংসদ, ১৯৬৭।
- নাথ, রাজমোহন (সম্পা.)। *গোরক্ষপদাবলী*। ২য় খণ্ড, কলকাতা: নাথসাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ১৯৬০।
- নাথ, রাজমোহন (সম্পা.)। *বঙ্গীয় নাথপন্থের প্রাচীন-পুঁথি*। কলকাতা: আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী, ১৯৬৪।
- নাথ, রাজমোহন। *নাথযোগীতত্ত্ব*। কলকাতা: নাথসাহিত্য সংসদ, ১৯৫৮।
- *পাতঞ্জল যোগদর্শন*। গোরখপুর: গীতাপ্রেস, ২০১৩।
- প্রকাশনাথ তন্ত্রেশ। *নবনাথ উপাসনা*। হরিদ্বার: রণধীর প্রকাশন, ২০১৬।
- প্রসন্নকুমার, কবিরত্ন (অনূদিত)। গোরক্ষনাথ রচিত *গোরক্ষ-সংহিতা*। কলকাতা: প্রকাশক গণেশচন্দ্র ঘোষ, ১৫ জৈষ্ঠ্য ১৮১৩ শকাব্দ।
- বকসী, দেবনাথ। *অঘোরীর আনন্দকানন*। দ্বিতীয় সং, দুবরাজপুর বীরভূম: প্রকাশক ছবি সরকার, ১৪২৫।
- বাগচী, প্রবোধচন্দ্র (সম্পা.)। মৎস্যেন্দ্রনাথ রচিত *কৌলজ্ঞান-নির্ণয়*। কলকাতা: মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৩৪।
- বাগচী, প্রবোধচন্দ্র ও শাস্ত্রী, শান্তি ভিক্ষু (সম্পা.)। *চর্যাগীতিকোষ*। শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১৯৫৬।
- বিজ্ঞান, স্বামী (সম্পা.)। *ঘেরণ্ড সংহিতা*। কলকাতা: যোগপ্রকৃতি, ১৪০৬।

- বিলাসনাথ, যোগী। *ওঁ শিবগোরক্ষ ব্রতকথা*। হরিদ্বার: অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভেষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা, গুরু গোরক্ষনাথ মন্দির, ২০১০।
- বিলাসনাথ, যোগী। *শ্রীগোরক্ষতন্ত্রম্*। হরিদ্বার: অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভেষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা, গুরু গোরক্ষনাথ মন্দির, ২০১৩।
- বিলাসনাথ, যোগী। *শ্রীনাথ রহস্য*। ১ম-৩য় খণ্ড, হরিদ্বার: অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভেষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা, গুরু গোরক্ষনাথ মন্দির, নবম সং, ৬ই মে ২০১২।
- ভট্টশালী, নলিনীকান্ত (সম্পা.)। *ময়নামতীর গান*। ঢাকা: ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২১।
- ভট্টশালী, নলিনীকান্ত (সম্পা.)। শ্যামদাস সেনের *মীনচেতন*। ঢাকা: ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২২।
- ভট্টাচার্য, আশুতোষ (সম্পা.)। *গোপীচন্দ্রের গান*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।
- ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলার লোকসাহিত্য*। ২য় খণ্ড, কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৩৬৯।
- ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলার লোকসাহিত্য*। ৩য় খণ্ড, কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬৫।
- ভট্টাচার্য, গোষ্ঠবিহারী। *যোগসোপান*। কলকাতা: ইস্টবেঙ্গল প্রেস, ১৯৭৫।
- ভট্টাচার্য, নন্দকুমার কবিরত্ন (অনূদিত)। *শিবসংহিতা*। কলকাতা: তারা লাইব্রেরি, শ্রাবণ ১৪২২।
- ভট্টাচার্য, ভরতচন্দ্র শিরোমণি (সম্পা.)। *যোগিসংস্কার-ব্যবস্থা ও আগমসংহিতা*। লালা, অসম, ২০১০।
- ভট্টাচার্য, শশিভূষণ (অনূদিত)। *বল্লালচরিতম্*। কলকাতা: ইস্টবেঙ্গল প্রেস, ১২৯৬।
- ভট্টাচার্য, শ্যামাচরণ (সঙ্কলিত)। *শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথের পাঁচালী*। কলকাতা: বেণীমাধব শীলস্ লাইব্রেরি, আশ্বিন ১৪২৯।
- ভট্টাচার্য, শ্যামাচরণ। *শ্রীশ্রীত্রিনাথের পাঁচালী*। কলকাতা: বেণীমাধব শীলস্ লাইব্রেরি, ১৪১৮।
- ভট্টাচার্য, সুখময় (অনূদিত)। অভিনব গুপ্তের *তন্ত্রালোক*। কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৫।
- ভম্ভুলনাথ, যোগী। *যোগী সম্প্রদায় নিত্যকর্ম সঞ্চয়*। রোহতক হরিয়ানা: অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভেষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা, শ্রীবাবা মস্তনাথ মঠ, অস্থল বোহর, ২য় সং, ২০১০।
- ভাটি, নারায়ণ সিংহ (সম্পা.)। *নাথ-চন্দ্রিকা*। যোধপুর: রাজস্থান শোধ সংস্থান, ১৯৮৯।
- মজুমদার, ব্রজেন। *সন্ধ্যাদীপের শিখা-*। কলকাতা: বর্ণনা প্রকাশনী, ২০১৯।
- মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পা.)। *গোর্খবিজয়*। শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ২য় সং, ১৯৯৭।
- মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পা.)। *পুঁথি-পরিচয়*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, আষাঢ় ১৩৫৮।
- মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পা.)। *সাহিত্য প্রকাশিকা*। ১ম খণ্ড, শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১৩৫৮।
- মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পা.)। *সাহিত্য প্রকাশিকা*। ৪র্থ খণ্ড, শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১৯৬৬।
- মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পা.)। *সাহিত্য প্রকাশিকা*। ৫ম খণ্ড, শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১ম সং, সেপ্টেম্বর ১৯৬৬।

- মাওলা, আহমেদ। *ময়নামতী উপাখ্যান*। ঢাকা: পরিবার পাবলিকেশন্স, ২০১৮।
- মুখার্জী, রিয়া। *অঘোরী মা ষোড়শীনাথ*। কলকাতা: খোয়াই পাবলিশিং হাউস, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০১৯।
- মোহাম্মদ, সাইদুর (সম্পা.)। *লোক-সাহিত্য সঙ্কলন*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫।
- যতীন্দ্রনাথ, যোগী। *গোরখবাণী অউর গোরখযোগ*। হরিদ্বার: রণধীর প্রকাশন, ২০১৮।
- যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ (সম্পা.)। কবি শুকুর মাহমুদ রচিত *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*। ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১৭।
- রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী। *গোসানী-মঙ্গল*। কলকাতা: প্রকাশক মজুমদার, ব্রজচন্দ্র, ১৩০৬।
- লালমোহননাথ, যোগী (সম্পা.)। যোগী রাজচরণনাথ রচিত *শ্রীশ্রী গুরুব্রত যোগসংগীত*। যুবরাজনগর, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা: গুরুধাম যোগাশ্রম, ২১ মার্চ, ১৯৯৭।
- শাস্ত্রী, স্বামী দ্বারিকাদাস (সম্পা.)। গোরক্ষনাথ রচিত *সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিঃ*। বারাণসী: চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ২০১৯।
- শ্রীউপাসু (সম্পা.) ও রায়, সুভাষচন্দ্র (সংগ্রহ ও রচনা)। *উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের গোরক্ষনাথ পূজা ও আকোয়ালী গান*। মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার: উত্তরবঙ্গ লোকসংস্কৃতি সমিতি, ১৪২০।
- শ্রীবাস্তব, রামলাল (সম্পা.)। গোরক্ষনাথ রচিত *অমনস্কযোগ*। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, ২০৫৬ বি.।
- শ্রীবাস্তব, রামলাল (সম্পা.)। *গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ*। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, ১ম সং, ২০৩৬ বি.।
- শ্রীবাস্তব, রামলাল (সম্পা.)। *গোরখবাণী*। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, ২০৫১ বি.।
- শ্রীবাস্তব, রামলাল (সম্পা.)। *নাথসিদ্ধচরিতামৃত*। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, ৩য় সং, ২০৭১ বি.।
- শ্রীমৎ অশ্বিনীনাথ, যোগী। *মহাযোগী শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজীর জীবনালেখ্য দর্শন ও উপদেশাবলী*। শিলচর: শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজী যোগাশ্রম, ২০১১।
- শ্রীমৎ অশ্বিনীনাথ, যোগী। *যোগাচারে সামবেদীয় দশবিধ সংস্কার*। শিলচর: শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজি যোগাশ্রম, ২০১১।
- শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী। *শ্রীশ্রীভক্তমাল*। কলকাতা: বসুমতী কর্পোরেশন লি., ষষ্ঠ সং, ১৪০৫।
- শ্রীমৎ পুষ্করনাথ, যোগী। *তনের বারমাসি*। শিলচর: শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজি যোগাশ্রম, ১৩৭৬।
- শ্রীমৎ পুষ্করনাথ, যোগী। *মহামন্ত্র উপাসনা*। শিলচর: শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজি যোগাশ্রম, ৩য় সং, ২০১১।
- শ্রীমৎ পুষ্করনাথ, যোগী। *সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধি*। শিলচর: শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজি যোগাশ্রম, ৪র্থ সং, ১৪১৭।

- শ্রীমৎ মেধাচৈতন্য ব্রহ্মচারী (সম্পা.)। সাত্মারাম যোগী রচিত সচিত্র *হঠযোগ প্রদীপিকা*। দক্ষিণেশ্বর: আদ্যাপীঠ বালকাশ্রম, ২০১১।
- *শ্রীশ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*। কলকাতা: দেবসাহিত্য কুঠীর, ১৩৬৮।
- সুধানাথ, যোগিনী। *শব্দমালা*। হরিদ্বার: অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভেষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা, গুরু গোরক্ষনাথ মন্দির, ১ম সং, ২০১১।
- সূর্যোদয়নাথ, যোগী (সম্পা.)। রাজচরণনাথ যোগী রচিত *লোকসঙ্গীত*। শিবনগর, কাঞ্চনপুর, ত্রিপুরা: যোগে যুক্ত যোগী সমাজ, জানুয়ারি ১৯৯৯।

ক.২ ইংরেজি

- Awasthi, Brahma- Mitra. Ed. *Yoga- Bija.* Delhi: Swami Keshawananda Yoga Institute, V.2042.
- Kiss, Csaba. *The Yoga of the Matsyendra-Samhita*. Pondicherry: French Institute of Pondicherry, 2021.
- *Siddha-Siddhanta-Paddhati and Other works of the Natha Yogis*. Ed. Mallik, Kalyani. Poona: Oriental Book House, 1954.
- Mallinson, James. *The Khecarividya of Adinatha*. Varanasi: Indica, 2010.
- Sastri, A. Mahadeva. *Yoga Upanisads*. Madras: Theosophical Society, 1920.
- *Matsyendra-Samhita*. Ed. Sensharma, Debabrata. Calcutta: The Asiatic Society, 1994.
- Md, Shahidullah. *Buddhist Mystic Songs*. Calcutta: Bangla Academy, 1966.

খ. সহায়ক গ্রন্থ

খ. ১ বাংলা

- অনির্বাণ। *যোগসমন্বয় প্রসঙ্গ*। কলকাতা: শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৬৭।
- আনন্দনাথ যোগী। *ভক্তি-মুক্তি*। কলকাতা: এশিয়ান প্রেস বুকস, ২০২৩।
- আহমদ, ওয়াকিল। *বাংলা লোকসাহিত্য মন্ত্র*। ঢাকা: আনন্দধারা, এপ্রিল ২০১০।
- আহমদ, ওয়াকিল। *বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত*। ঢাকা: খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানি, ১৯৯৮।
- আহমদ, ওয়াকিল। *বাংলার পীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: বইপত্র, আগস্ট ২০১৬।
- আহমদ, ওয়াকিল। *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*। ঢাকা: গতিধারা, ৫ম সং, সেপ্টেম্বর ২০১২।
- আহমদ, ওয়াকিল। *লোককলা তত্ত্ব ও মতবাদ*। ঢাকা: বইপত্র, ২য় সং, নভেম্বর ২০১৪।
- আহমেদ, নাজিমুদ্দিন। *মহাস্থান ময়নামতী পাহাড়পুর*। ঢাকা: প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার, ২য় সং, মে ১৯৭৯।
- আহসান, সৈয়দ আলী। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মধ্যযুগ*। ঢাকা: বাতায়ন প্রকাশন, ২০১৪।
- ওয়াহাব, আব্দুল। *বাংলাদেশের লোকগীতি একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জুন ২০০৭।
- কবিরাজ, গোপীনাথ। *কাশীর সারস্বত সাধনা ও পত্রাবলী*। হাওড়া: প্রাচী পাবলিকেশনস্, ২০১১।

- কবিরাজ, গোপীনাথ। *তত্ত্ব ও সাধনা*। হাওড়া: প্রাচী পাবলিকেশনস্, ২য় সং, ২০১৩।
- কবিরাজ, গোপীনাথ। *তন্ত্র ও আগম-শাস্ত্রের দিগ্‌দর্শন*। হাওড়া: প্রাচী প্রকাশনী, ২য় সং, ২০১৩।
- কবিরাজ, গোপীনাথ। *তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত*। বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ৪র্থ সং, ২২ অগ্রহায়ণ, ১৪১৬।
- কবিরাজ, গোপীনাথ। *ভারতীয় সাধনার ধারা*। কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৫।
- কর, সুজনসারথি। *নাথসাহিত্য ধর্ম ও সমাজ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৭ মে ২০১২।
- কালিকানন্দ, অবধূত। *কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্ব ও সাধনা*। কলকাতা: গিরিজা, ৪র্থ সং, ডিসেম্বর ২০১৫।
- কুণ্ডু, সুমিত্রা (সম্পা.)। শ্রীশ্যাম পণ্ডিত ও ধর্মদাস বণিক রচিত *ধর্মমঙ্গল (নিরঞ্জনমঙ্গল)*। শান্তিনিকেতন: রাঢ় গবেষণা পর্ষদ, ৮মে ২০০০।
- কৈবল্যনাথ যোগী। *যোগাশ্রম প্রার্থনা*। কটক: কিয়ারব্যাঙ্ক যোগাশ্রম মঠ, ৯ম সং, জুন ২০১৯।
- খান চৌধুরী, আমানাতুল্লা আহমেদ। *কোচবিহারের ইতিহাস*। ১ম খণ্ড, কোচবিহার: অথরিটি অফ্ কোচবিহার এস্টেট, ১৯৩৬।
- খান, শামসুজ্জামান (সম্পা.)। *বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য*। ১ম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, মার্চ ২০১৭।
- খান, শামসুজ্জামান (সম্পা.)। *বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য*। ২য় খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ডিসেম্বর ২০১৮।
- খানম, মাহমুদা। *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে হিন্দী সুফী-কাব্যের প্রভাব*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জুন ২০০৩।
- গঙ্গোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র। *গিরিশচন্দ্র*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৭।
- গঙ্গোপাধ্যায়, বিপুলকুমার। *মহাপীঠ তারাপীঠ*। ২য় খণ্ড, কলকাতা: জয়তারা পাবলিশার্স, ৫ম সং, ১৪২৪।
- গঙ্গোপাধ্যায়, বিপুলকুমার। *মহাপীঠ তারাপীঠ*। ৩য় খণ্ড, কলকাতা: জয়তারা পাবলিশার্স, ৪র্থ সং, ৪ঠা পৌষ, ১৪১৯।
- গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ। *মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২য় সং, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৯৮।
- গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ। *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৪০৪।
- গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ। *বিক্রমপুরের ইতিহাস*। কলকাতা: শৈব্যা প্রকাশন, ৩য় সং, ১৯৯৮।
- গোস্বামী, নিত্যানন্দ বিনোদ। *বাংলাসাহিত্যের কথা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৬৩।
- গৌরনাথ অঘোরী যোগী (সম্পা.)। যোগী অমরনাথ রচিত *সৎ গুরুতত্ত্ব ও সৎগুরু বাণী*। সোদপুর: মা করুণাময়ী নাথ আশ্রম, আষাঢ় ১৩৯৯।
- ঘোষ, অজিতকুমার। *বাংলা নাটকের ইতিহাস*। কলকাতা: জেনারেল, ১৯৯৯।

- ঘোষ, বারিদবরণ। *নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস*। কলকাতা: শ্রীপাবলিশিং হাউস, ২০১১।
- ঘোষ, বিনয়। *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*। কলকাতা: পুস্তক প্রকাশক, ১৯৫৭।
- ঘোষাল, চিত্তরঞ্জন (অনূদিত)। *উপনিষদ সংগ্রহ*। কলকাতা: গ্রন্থিক, ৫ম সং, ১৪১৬।
- চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ। *তন্ত্রকথা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, বৈশাখ ১৩৬২।
- চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার। *চর্যাগীতির ভূমিকা*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরি, মার্চ ২০০৫।
- চক্রবর্তী, পবিত্র। *বাক্‌ধর্মী বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস*। কলকাতা: অমরভারতী, এপ্রিল ২০১৮।
- চক্রবর্তী, প্রফুল্লচরণ। *নাথধর্ম্ম ও সাহিত্য*। আলিপুরদুয়ার: জয়ন্তী পাবলিশার্স, ১৯৫৫।
- চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পা.)। *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ*। কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ৩য় সং, জানুয়ারি ২০১৬।
- চক্রবর্তী, বরুণকুমার। *গীতিকা: স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, এপ্রিল ১৯৯৩।
- চক্রবর্তী, বলরাম (সম্পা.)। *শৈবনাথ যোগিধারা*। ১ম-৩য় খণ্ড, কলকাতা: স্বনির্ভরতা সমিতি প্রকাশন, ২০০১।
- চক্রবর্তী, বলরাম (সম্পা.)। *শৈবনাথ যোগিধারা*। ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা: স্বনির্ভরতা সমিতি প্রকাশন, ১৪১০।
- চক্রবর্তী, মহিমা নিরঞ্জন (সম্পা.)। *বীরভূম বিবরণ*। ২য় খণ্ড, বীরভূম: হেতমপুর রাজবাটি, ১৩২৬।
- চক্রবর্তী, রতনলাল। *বাংলাদেশের মন্দির*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জুন ১৯৮৭।
- চট্টোপাধ্যায়, অনিমেষ। *উত্তর রাঢ়ে শামাঁধর্ম*। কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ২০০০।
- চট্টোপাধ্যায়, অলকা। *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনি*। কলকাতা: অনুষ্টুপ, জুন ২০১০।
- চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। *ভারতীয় দর্শন*। আদিপর্ব, কলকাতা: কে পি বাগচী এণ্ড কোম্পানি, ১৯৮০।
- চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্র। *বাঙালীর ধর্ম ও সমাজ*। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৯৯।
- চট্টোপাধ্যায়, রসিকমোহন (অনূদিত)। *ভূতডামরতন্ত্র*। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ২য় সং, কার্তিক ১৪১৮।
- চট্টোপাধ্যায়, রসিকমোহন (সম্পা.)। *দত্তাত্রেয়- তন্ত্রম্*। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ২য় সং, ১লা বৈশাখ, ১৪২০।
- চট্টোপাধ্যায়, রসিকমোহন (সম্পা.)। *যোগশাস্ত্র ঘেরণ্ড-সংহিতা*। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ২য় সং, ১৪২৮।
- চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্রমোহন। *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৪।

- চট্টোপাধ্যায়, সাগর। *দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার পুরাকীর্তি*। কলকাতা: প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার, প. ব. সরকার, ২০০৫।
- চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। *বাঙ্গালীর সংস্কৃতি*। কলকাতা: প. ব. বাংলা অকাদেমি, ষষ্ঠ সং, জুলাই ২০০৫।
- চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। *সাংস্কৃতিকী*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: বাক্-সাহিত্য, চৈত্র ১৩৬৮।
- চন্দ, রমাপ্রসাদ। *গৌড়রাজমালা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২য় সং, মে ২০১৪।
- চৌধুরী, অচ্যুতচরণ। *শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত*। কলকাতা: কথা, ২০১০।
- চৌধুরী, সত্যজিৎ, ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ ও অন্যান্য (সম্পা.)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। ২য় খণ্ড, কলকাতা: প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২য় সং, নভেম্বর ২০০০।
- চৌধুরী, সত্যজিৎ, ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ ও অন্যান্য (সম্পা.)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ৩য় সং, অক্টোবর ২০১২।
- চৌধুরী, সত্যজিৎ, ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ ও অন্যান্য (সম্পা.)। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*। ৩য় খণ্ড, কলকাতা: প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২য় সং, জুলাই ২০০১।
- চৌধুরী, সন্ধ্যা (অনূদিত)। দ্বিবেদী, হজারীপ্রসাদ রচিত *আলোকপর্ব*। নিউদিল্লী: সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৯৪।
- জাকারিয়া, সাইমন। *বাংলাদেশের লোকনাটক বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, এপ্রিল ২০০৮।
- জ্ঞানদেব। *অমৃতানুভব ও চাঙ্গদেব-পাসষ্টী*। নিউদিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৬৫।
- তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা.)। *শিবপুরাণ*। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, শ্রাবণ ১৪১৬।
- তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা.)। *স্কন্দ-পুরাণম্*। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ২য় সং, ১৪১৯।
- দত্ত, অক্ষয়কুমার।*ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*। কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২য় সং, আষাঢ় ১৪০৬।
- দত্ত, রমেশচন্দ্র (সম্পা.)। *হিন্দুশাস্ত্র*। কলকাতা: নিউলাইট, ১৪০১।
- দাশ, আশা। *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬৯।
- দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। *ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ভাদ্র ১৩৬৭।
- দাস, উপেন্দ্রনাথ (অনূদিত)। *পরশুরামকল্পসূত্রম্*। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৫।
- দাস, উপেন্দ্রনাথ। *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ৩য় সং, আগস্ট ২০১০।
- দাস, রবীন্দ্রনাথ। *ধর্ম ও দর্শন*। কলকাতা: নিউ এজ, ১৩৮২।
- দে, দিলীপকুমার। *কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: অণিমা প্রকাশনী, ২য় সং, আগস্ট ২০১৫।

- দে, মধুপ। *জঙ্গলমহলের লোককথা*। মেদিনীপুর: বিপ্লবী সব্যসাচী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০২।
- দে, মধুপ। *জঙ্গলমহলের লোকযাত্রা*। কলকাতা: মনফকিরা, জানুয়ারি ২০১৪।
- দে, মৌমিতা। *মহাযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ ও এক অজানা অভ্যুত্থানের কাহিনি*। কলকাতা: কুলিশ প্রকাশনী, ২০১৫।
- দে, রঞ্জিৎ। *ত্রিপুরার লোকসাহিত্যে জনজীবন*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, জুন ১৯৯৫।
- দে, রঞ্জিৎ। *ত্রিপুরার লোকসঙ্গীত ও জনজীবন*। কলকাতা: পুথিপত্র, ২০০৪।
- দে, হরেকৃষ্ণ। *আত্মারাম শ্রীশ্রীবাবা সুন্দরনাথ*। গৌহাটি: সঙ্ঘতীর্থ, ১৯৭৫।
- দেবনাথ, আর. এম। *বঙ্গদেশে ধর্মীয় সমাজ ইতিহাস ও বিবর্তন*। ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০১৬।
- দেবনাথ, প্রফুল্লকুমার। *দেশ বিদেশে নাথতীর্থ, মঠ ও মন্দির*। কলকাতা: শৈব প্রকাশনী, ১০ মার্চ, ২০১৩।
- নস্কর, দেবব্রত। *চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী: পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, মে ১৯৯৯।
- নস্কর, সনৎকুমার। *প্রাগাধুনিক বাংলাসাহিত্য: পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা*। কলকাতা: দিয়া পাবলিকেশন, ১ম সং, ১৫ আগস্ট, ২০১২।
- নাজমা, নার্গিস। *অলোকরঞ্জনের প্রবন্ধ মনন ও বিন্যাস*। কলকাতা: এবং মুশায়েরা, জানুয়ারি ২০১৩।
- নাথ ভট্টাচার্য, বঙ্গচন্দ্র। *নাথবন্ধু হরিমোহন*। কলকাতা: ইস্টবেঙ্গল প্রেস, ১৩৬২।
- নাথ ভট্টাচার্য, বঙ্গচন্দ্র। *সখা-সম্মিলনী কথা*। কলকাতা: নাথ সাহিত্য সংসদ, ৬ই ফাল্গুন, ১৩৬৬।
- নাথ মজুমদার, সুরেশচন্দ্র। *রাজগুরু যোগিবংশ*। কলকাতা: বিবেকানন্দ বুক সেণ্টার, ৫ম সং, অগ্রহায়ণ ১৪২২।
- নাথ, কৃষ্ণধন। *ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোকে নাথধর্ম*। আগরতলা: মৌমিতা পাবলিশার্স, ২০০৪।
- নাথ, গোবিন্দ। *শ্রীহট্ট পরিচয়-প্রসঙ্গ*। ধর্মনগর- ত্রিপুরা: সরস্বতী লাইব্রেরি, ১৯৮৯।
- নাথ, জীবন। *ব্রহ্মপুত্রে ভাসমান ভেলা*। গুয়াহাটি: দোতারা প্রকাশনী, ২০০১।
- নাথ, জীবন। *রাজমোহন নাথ*। গুয়াহাটি: দোতারা প্রকাশনী, ২০১৮।
- নাথ, ডম্বরুধর। *অসম বুরঞ্জী*। গুয়াহাটি: অরুণ প্রকাশন, আগস্ট ২০০৫।
- নাথ, ধরণীধর। *আঙ্গুলের ধর্মধারা লোকদেবতা জনযাত্রা ও পূজাপার্বণ*। কটক: বিজয়িনী পাবলিকেশন, ২০২৩।
- নাথ, নরেন্দ্রচন্দ্র ও নাথ, হিরণ্ময় (সম্পা.)। গোপাল ভট্ট ও আনন্দ ভট্ট রচিত *বল্লাল-চরিতম্*। আগরতলা: প্রকাশক শ্রীমতী রাণী দেবী, ১৯৯৬।

- নাথ, নরেন্দ্রচন্দ্র। *নূতন আলোকে নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস*। আগরতলা: ত্রিপুরা রাজ্য নাথ কল্যাণ সমিতি, ১ম সং, ১৯৯৫।
- নাথ, প্রফুল্লকুমার। *অসমের নাথ সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি*। গুয়াহাটি: চন্দ্রপ্রকাশ, ২০১৩।
- নাথ, প্রভাসচন্দ্র। *সিদ্ধ সাধক গাথা ও যোগাশ্রম কথা*। শিলচর: শ্রীমৎ বাবা পুষ্করনাথজী যোগাশ্রম, ১৪০৩।
- নাথ, প্রমথনাথ ও নাথ হরিহর। *আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনীর ইতিহাস*। কলকাতা: আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী, ২য় সং, ৯ই মার্চ, ১৯৮৫।
- নাথ, বিমলেন্দু। *তন্ত্রে সনাতন নাথ-যোগশাস্ত্র*। শিলচর: নতুন দিগন্ত প্রকাশনী, ২৫ ডিসেম্বর, ২০২১।
- নাথ, ভবকান্ত (সম্পা.)। *পণ্ডিতপ্রবর প্রত্নতাত্ত্বিক রাজমোহন নাথের রচনাবলী*। গুয়াহাটি: এল বি এস পাবলিকেশনস্, ২য় সং, ২০১৫।
- নাথ, ভোলানাথ। *ভারতের নাথমার্গের ধর্মীয়-পরিচয়*। কলকাতা: সাধনা প্রকাশনী, মার্চ ১৯৭৪।
- নাথ, রাজমোহন। *উপনিষদে সাধনরহস্য*। কলকাতা: ধ্যানবিন্দু, সেপ্টেম্বর, ২০২০।
- নাথ, রাজমোহন। *গোপীচন্দ্রের গান সমালোচনা*। কলকাতা: আসাম-বঙ্গ যোগী-সম্মিলনী, ১৩৬৯।
- নাথ, রাধাগোবিন্দ। *বঙ্গীয় যোগিজাতি*। কলকাতা: আসাম-বঙ্গ যোগি-সম্মিলনী, ৩য় সং, ১৭ জুলাই ২০০১।
- নাথ, শশিভূষণ। *যোগি-দর্পণ*। কলকাতা: সাম্য-প্রেস, ১ম সং, ১৩৩২।
- নাথ, স্বরূপা। *নাথযোগিলীলামৃতম্*। বোলপুর-বীরভূম: বীরুৎজাতীয় সাহিত্য সম্মিলনী, আগস্ট ২০২৩।
- নাথ, হিরণ্ময়। *উত্তর-পূর্ব ভারতের শৈব-নাথ সম্প্রদায়*। কলকাতা: ধ্রুবপদ প্রকাশনী, ২০১৪।
- পাল, মানচিত্র। *লোকদেবতা ত্রিনাথ*। হিন্দমোটর: অক্ষরযাত্রা প্রকাশন, ১লা মে, ২০২৪।
- পালিত, হরিদাস। *আদ্যের গম্ভীরা*। কলকাতা: বলাকা, ৩য় সং, ২০১৩।
- প্রামাণিক, আব্দুল হালিম। *বাংলাদেশের নাথ-নাট্য ঐতিহ্য*। রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, এপ্রিল ২০১৩।
- বড়ুয়া, বেণীমাধব। *বঙ্গীয় যোগিসমাজের মর্ম্মস্থল, প্রাণস্পন্দন ও গতিবিধি*। কলকাতা: নাথ সাহিত্য সংসদ, ১৯২৩।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার। *শ্রীশ্রীযোগিরাজ- গম্ভীরনাথ-উপদেশামৃত*। হাওড়া: প্রাচী পাবলিকেশনস্, ২০২৪।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার। *শ্রীশ্রীযোগিরাজ-গম্ভীরনাথ-প্রসঙ্গ*। কলকাতা: নবজীবন প্রেস, ১৩৬২।

- বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার। *সাধ্য-সাধন-তত্ত্ববিচার*। ১ম পর্ব, কলকাতা: দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রা. লি., ১৩৭২।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাষচন্দ্র। *মহানাদ বা বাঙ্গলার গুপ্ত ইতিহাস*। কলকাতা: এম সি সরকার এণ্ড কোম্পানি, ১৪১৩।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়ভূষণ। *ভারতীয়দর্শনে মুক্তিবাদ*। কলকাতা: প্রকাশক- বন্দ্যোপাধ্যায়, পরেশনাথ, ১৩৬১।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর। *পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী ও লোকবিশ্বাস*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প. ব. সরকার, জুন ২০০১।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। *বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, ৩য় সং, ১লা জুলাই, ১৯৬৭।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র। *তিন হাজার বছরের লোকায়ত জীবন*। কলকাতা: এ. মুখার্জী এণ্ড কোম্পানি প্রা. লি., ১ম সং, ফাল্গুন ১৩৮৩।
- বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ। *বাংলার লৌকিক দেবতা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সং, মে ২০২৮।
- বসু, নগেন্দ্রনাথ (সম্পা.)। *রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩১৪।
- বসু, মনীন্দ্রমোহন। *চর্য্যাপদ*। কলকাতা: বামা পুস্তকালয়, ২০১২।
- বসু, যোগীরাজ। *বেদের পরিচয়*। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রা. লি., ২০২১।
- বসু, রত্না (অনূদিত)। জি. টি. দেশপাণ্ডে রচিত *অভিনবগুপ্ত*। নিউদিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি, ২য় সং, ২০১৫।
- বসুনীয়া, নারায়ণচন্দ্র। *গোরক্ষনাথের গান: লোকপুরাণের আঙিনায় রাজবংশী জীবন-কথা*। কলকাতা: গ্রন্থবিকাশ, জানুয়ারি ২০১৪।
- বাগচী, জলি। *ইতিহাসের বীক্ষণে কোচবিহার ও গোয়ালপাড়ার লোকসংগীত আধুনিক পর্ব*। কলকাতা: অন্যতর পাঠ ও চর্চা, ২য় সং, ২০১৯।
- বাগচী, প্রবোধচন্দ্র। *দেশ-বিদেশের সংস্কৃতি*। কলকাতা: নবার্ক, সেপ্টেম্বর ১৯৮৫।
- বালা, অমৃতলাল। *রবীন্দ্রনাথ ও বাউল*। ঢাকা: মূর্ধন্য, ডিসেম্বর ২০১২।
- বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র। *কৌলমার্গ সাধনরহস্য*। হাওড়া: প্রাচী পাবলিকেশন্‌স্, ২০১৮।
- বিদ্যারত্ন, কালীপ্রসন্ন (অনূদিত)। বেদব্যাস রচিত *শিবগীতা*। কলকাতা: বেণীমাধব শীলস্ লাইব্রেরি।
- বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা.)। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের *মনসামঙ্গল*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০২৩।
- বিশ্বাস, অচিন্ত্য। *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি*। কলকাতা: ক্রিয়েটিভ পাবলিকেশন, ২০১৫।
- বিশ্বাস, অচিন্ত্য। *লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞান*। কলকাতা: নিউ বইপত্র, জানুয়ারি ২০২১।
- বিশ্বাস, বাসুদেব। *দক্ষিণবঙ্গের লোকসঙ্গীত*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

- বিশ্বাস, শিপ্রা। *অন্বেষণ বাঙ্গালী সমাজের স্বরূপ*। কলকাতা: অদলবদল, ৩০ মার্চ ১৯৯৬।
- বিশ্বাস, সুশান্ত। *লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প. ব. সরকার, কলকাতা, জুলাই ২০১৭।
- ব্রহ্ম, নলিনীকান্ত। *ভারতের অধ্যাত্মবাদ*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪১৩।
- ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ মেধাচৈতন্য (সম্পা.)। যোগী সাত্মারাম রচিত *সচিত্র হঠযোগ প্রদীপিকা*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১১।
- ভট্টাচার্য, আশুতোষ। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*। কলকাতা: এ. মুখার্জি এণ্ড কোম্পানি প্রা. লি., ষষ্ঠ সং, ১৯৭৫।
- ভট্টাচার্য, গুরুদাস। *বাংলা কাব্যে শিব*। কলকাতা: ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রা. লি., ১৯৫৬।
- ভট্টাচার্য, জ্ঞানেন্দ্রনাথ। *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তন্ত্রের প্রভাব*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, নভেম্বর ২০০০।
- ভট্টাচার্য, পঞ্চানন, (অনূদিত)। *অবধূত-গীতা*। হাওড়া: প্রাচী পাবলিকেশনস্, ২০১৮।
- ভট্টাচার্য, মালিনী, বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য (সম্পা.)। *জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ মেদিনীপুর*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প. ব. সরকার, জানুয়ারি ২০০২।
- ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রমোহন ও অন্যান্য (সম্পা.)। *অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী*। ২য় খণ্ড, কলকাতা : প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪।
- ভট্টাচার্য, সুখময় (অনূদিত)। *অভিনবগুপ্তের তন্ত্রালোক*। কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০১৫।
- ভট্টাচার্য, সুধীভূষণ (সম্পা.)। *দ্বিজমাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২।
- ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রনাথ। *ডাকিনী-তন্ত্র*। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১লা বৈশাখ, ১৩৩৮।
- ভাণ্ডারী, অজয়কুমার। *রমতাযোগী ও নাথসম্প্রদায়*। কলকাতা: গিরিজা, ২০১৮।
- *ভারতীয় সাধনা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪২৫।
- ভিক্ষু, সুনন্দপ্রিয়। *বাংলায় প্রচ্ছন্নধারার বৌদ্ধ ও থেরবাদ পরম্পরা সংঘমনীষা*। ঢাকা: সৌগত প্রকাশন, ২০১৭।
- মজুমদার, রমেশচন্দ্র। *বাংলাদেশের ইতিহাস*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৩৭৩।
- মজুমদার, রমেশচন্দ্র। *বাংলাদেশের ইতিহাস*। কলকাতা: জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি., ৩য় সং, ১৩৬৪।

- মজুমদার, শিশিরকুমার (সম্পা.)। *উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১২মে ১৯৮৬।
- মল্লিক, কল্যাণী। *নাথপন্থ*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, চৈত্র ১৩৫৭।
- মল্লিক, কল্যাণী। *নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৬।
- মামুন, মুনতাসীর (সম্পা.)। *জেমস ওয়াইজ রচিত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও পেশার বিবরণ*। ৩য় ভাগ, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ২০০২।
- মিত্র, নীলরতন (সম্পা.)। *গোপীচন্দ্র*। ঢাকা: প্রকাশক-কালীপ্রসন্ন নাথ, রিপন লাইব্রেরি, ১৩২৬।
- মিত্র, সতীশচন্দ্র। *যশোহর খুলনার ইতিহাস*। ১ম-২য় খণ্ড, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২য় সং, জুন ২০১৩।
- মুখোপাধ্যায়, অণিমা, কুণ্ডু, সুমিত্রা ও অন্যান্য (সম্পা.)। *পুঁথি প্রাজ্ঞিক পঞ্চানন মণ্ডল: চর্চা ও চর্যা*। কলকাতা: সোপান, ২২ শে শ্রাবণ, ১৪২৪।
- মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র। *রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর*। কলকাতা: কারিগর, ২০১৮।
- মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (অনূদিত)। *কপিল রচিত সাঙ্খ্যদর্শন*। কলকাতা: বসুমতী কর্পোরেশন লি., জানুয়ারি ২০২১।
- মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (অনূদিত)। *গুরুনানক, কবীর, তুলসীদাস, মীরাবাই-র দোঁহাবলী*। কলকাতা: বসুমতী কর্পোরেশন লি., জানুয়ারি ২০১৭।
- মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (অনূদিত)। *পবনবিজয়-স্বরোদয়ঃ*। কলকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির, নভেম্বর ২০১৪।
- মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (অনূদিত)। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রম্। বসুমতী কর্পোরেশন লি., কলকাতা, নভেম্বর ২০১৭
- মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (অনূদিত)। *যোগশাস্ত্র*। কলকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ৭ম সং, এপ্রিল ১৯৯৮।
- মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (অনূদিত)। *সাত্মারাম যোগী রচিত হঠযোগ-প্রদীপিকা*। কলকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৩৬।
- মুখোপাধ্যায়, সুখময়। *বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদি পর্ব*। কলকাতা: সাহিত্যলোক, জুন ১৯৮৮।
- মুখোপাধ্যায়, সুখময়। *বাংলার নাথ-সাহিত্য*। কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ১লা বৈশাখ ১৪০১।
- মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। *বৈষ্ণব পদাবলী*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২য় সং, ১৯৬১।
- মুহম্মদ, শহীদুল্লাহ। *বাংলা সাহিত্যের কথা*। ১ম খণ্ড- প্রাচীন যুগ। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ৫ম সং, ডিসেম্বর, ২০১৪।

- মুহম্মদ, শহীদুল্লাহ। *বাংলা সাহিত্যের কথা*। ২য় খণ্ড-মধ্যযুগ, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ৪র্থ সং, সেপ্টেম্বর ২০১৪।
- মেধাচৈতন্য, ব্রহ্মচারী (অনূদিত)। *অভিনব গুপ্ত রচিত তন্ত্রালোকঃ*। কলকাতা: আদ্যাপীঠ, চৈত্র ১৪০২।
- যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ। *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*। ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭।
- যোগী, ব্রহ্মনাথ। *শৈব নিত্যকর্ম ও প্রার্থনা*। হুগলি: মহানাদ জটেশ্বরনাথ শিবমন্দির, মার্চ ২০২৪।
- রওশন, ইজদানী। *মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৫৮।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *কালান্তর*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, আশ্বিন ১৪২৫।
- রাণা, সুমঙ্গল। *চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা*। কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রা. লি., ১৯৮১।
- রামনাথ অঘোরী যোগী। *জয়গুরু গোরক্ষনাথ*। বালুরঘাট: সঙ্ঘতীর্থ যোগীরাজ শ্রীশ্রী অঘোরীবাবা আশ্রম, ১৩৮৬।
- রায়, অনিরুদ্ধ ও চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী। *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: কে পি বাগচী এণ্ড কোম্পানি, ১৯৯২।
- রায়, অমরেন্দ্রনাথ (সম্পা.)। *বাঙ্গালীর পূজা-পার্ব্বণ*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৫৬।
- রায়, কামিনীকুমার। *বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার*। কলকাতা: বাসন্তী লাইব্রেরি, ১৯৮০।
- রায়, গিরিজাশঙ্কর। *উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজাপার্বণ*। শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৫।
- রায়, নীহাররঞ্জন। *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ৩য় সং, ডিসেম্বর ২০০১।
- রায়, নীহাররঞ্জন। *রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: দি বুক এম্পোরিয়াম, ১৩৫১।
- রায়, বিশ্বনাথ। *প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার: রবীন্দ্র উদ্যোগ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৩৯৯।
- রায়, যতীন্দ্রমোহন। *ঢাকার ইতিহাস*। কলকাতা: শৈব্যা প্রকাশন, ২য় সং, জানুয়ারি ২০০০।
- রায়, রথীন্দ্রনাথ ও ভট্টাচার্য, দেবীপদ (সম্পা.)। *গিরিশ রচনাবলী*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৯।
- রায়, শঙ্করনাথ। *ভারতের সাধক*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৭শ সং, ১৪২৪।
- রায়, শঙ্করনাথ। *ভারতের সাধক*। ৫ম খণ্ড, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ৯ম সং, ১৪২২।
- লালা, আদিত্যকুমার। *বাংলায় নাথধর্ম ও নাথসাহিত্য*। কলকাতা: সাহিত্য সঙ্গী, ২০১২।
- শক্তিনাথ যোগী (সম্পা.)। *শৈব সংসার*। বালুরঘাট: যোগীরাজ শ্রীশ্রী রামনাথ অঘোরী বাবা আশ্রম। ১লা ফেব্রুয়ারি ২০১১।
- শক্তিনাথ যোগী। *আর্যগুরু যোগীবংশ: সৃষ্টি ও রহস্য*। বড়পাথর-অসম: গোরক্ষনাথ মন্দির, ২০১০।

- শরীফ, আহমদ। *বাঙলার সূফী সাহিত্য*। ঢাকা: সময় প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।
- শরীফ, আহমদ। *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*। ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স্, আগস্ট ২০১০।
- শরীফ, আহমদ। *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ*। ঢাকা: মুক্তধারা, ১ম সং, ১৯৭৪।
- শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (সম্পা.)। *মদানন্দ ভট্ট রচিত বল্লাল-চরিতম্*। কলকাতা: প্রকাশক- আর. দত্ত, হেয়ার প্রেস, ১৯০১।
- শাহরিয়ার, শিহাব। *বাংলাদেশের কোচ জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জুন ২০১৪।
- সরকার, জগদীশ নারায়ণ। বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ)। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০১৯।
- সরকার, ভবনাথ। *নাথধর্ম: সমাজ ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: এ. কে. বুক ট্রাস্ট, ২য় সং, ১৯৯২।
- সরস্বতী, স্বামী সর্ব্বেশ্বরানন্দ (সম্পা.)। *যোগিনীতন্ত্রম্*। কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৫।
- সাঁতরা, অনুপকুমার। *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যচর্চায় পুঁথির গুরুত্ব*। ২য় খণ্ড, কলকাতা: পুরুষোত্তম পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ২০২২।
- সাঁতরা, তারাপদ। *পুরাকীর্তি সমীক্ষা: মেদিনীপুর*। কলকাতা: প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প. ব. সরকার, ২য় সং, ২০১৭।
- সাক্লায়েন, গোলাম। *বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য*। ঢাকা: পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ২য় সং, এপ্রিল ১৯৬৯।
- সাধক বাসুদেব যোগী। *মহানিশার শ্মশানে শ্মশানে*। বক্রেশ্বর: বাসুদেব মিশন ইন্টারন্যাশনাল, ৩য় সং, ১০ই আষাঢ়, ১৪২৪।
- সাধক, বাসুদেব। *মা*। কলকাতা: সংস্কার, ২০১৫।
- সান্ত্রা, তৃপ্তি (অনূদিত)। সান্যাল, চারুচন্দ্র রচিত *উত্তরবঙ্গের রাজবংশী*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ডিসেম্বর ২০১৭।
- সান্যাল, হিতেশরঞ্জন। *বাংলার মন্দির*। কলকাতা: কারিগর, ২য় সং, জানুয়ারি ২০১৫।
- সামন্ত, শিশুতোষ। *বীরাঙ্গনা ময়নামতী*। কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি, নভেম্বর ১৭, ২০১৩।
- সামন্ত, শিশুতোষ। *সামন্তরাজা লাউসেন ও ময়নাগড়*। কলকাতা: মহাবোধি সোসাইটি, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪।
- সিংহরায়, গোপীমোহন (অনূদিত)। দাশগুপ্ত, শশিভূষণ রচিত *বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা*। কলকাতা: ভারবি, অক্টোবর ১৯৯৬।
- সিদ্দিকী, আশরাফ। *লোকসাহিত্য*। ২য় খণ্ড, ঢাকা: গতিধারা, আগস্ট ২০০৮।
- সুফী, মোতাহার হোসেন। *বাংলা সাহিত্যে রঙ্গপুরের অবদান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ফেব্রুয়ারি ২০০১।
- সেন, উমা। *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষ*। কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭১।

- সেন, ক্ষিতিমোহন। *চিন্ময়বঙ্গ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২য় সং, এপ্রিল ১৯৫৮।
- সেন, ক্ষিতিমোহন। *বাংলার সাধনা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৫২।
- সেন, ক্ষিতিমোহন। *ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা*। ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮।
- সেন, ক্ষিতিমোহন। *হিন্দুধর্ম*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১।
- সেন, ক্ষিতিমোহন। *হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, চৈত্র ১৩৫৬।
- সেন, গিরীশচন্দ্র (অনূদিত)। *জ্ঞানদেব রচিত জ্ঞানেশ্বরী*। নতুনদিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি, ৩য় সং, ২০১৬।
- সেন, দীনেশচন্দ্র। *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২য় সং, ডিসেম্বর ১৯৯১।
- সেন, দীনেশচন্দ্র। *বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়*। ২য় খণ্ড, কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯১৪।
- সেন, দীনেশচন্দ্র। *মৈমনসিংহ-গীতিকা*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩।
- সেন, দীনেশচন্দ্র। *সরল বাঙ্গালা সাহিত্য*। কলকাতা: শিশির পাবলিশিং হাউস, শ্রাবণ ১৩২৯।
- সেন, সুকুমার। *প্রবন্ধাবলী বিচিত্র-দেবতা*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: এ কে সরকার এণ্ড কোম্পানি, ১৯৮৪।
- সেন, সুকুমার। *প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী*। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, বৈশাখ ১৩৫৩।
- সেন, সুকুমার। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ষষ্ঠ সং, ১৯৭৮।
- সেন, সুকুমার। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*। ২য় খণ্ড, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ৩য় সং, ১৯৭৫।
- সেন, সুকুমার। *বিচিত্র সাহিত্য*। ১ম খণ্ড, কলকাতা: ইষ্ট এণ্ড কোম্পানি, ১৯৫৬।
- সেনগুপ্ত, অম্বরনাথ। *ষোড়শ শতকে ধর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে রাঢ়ের বিরল মাতৃপূজা*। কলকাতা: অণিমা প্রকাশনী, ২০০৫।
- সেনশর্মা, অর্জুনদেব। *হিন্দু বাঙালির কাব্যসমাজ আদি-মধ্যযুগ*। কলকাতা: ভারবি, ২০১৫।
- সেনশাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন। *বাংলার বাউল*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩।
- সেলিম্ আল দীন। *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জুলাই ২০১৮।
- সোম, অশ্বিনীকুমার তত্ত্বনিধি (সম্পা.)। কবিচন্দ্র দাস রচিত *গোরক্ষবিজয়*। ফেনী: সোম লাইব্রেরি, ১৩৩৯।
- স্বামী, অভেদানন্দ। *যোগদর্শন ও যোগসাধনা*। কলকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ৪র্থ সং, এপ্রিল, ২০১০।
- স্বামী, অভেদানন্দ। *যোগশিক্ষা*। কলকাতা: রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, একাদশ সং, মার্চ ২০০৯।
- হক, মুহম্মদ এনামুল। *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ৪র্থ সং, মে ২০১৩।

- হালদার, বিশ্বজিৎ (সম্পা.)। *লোক-ঐতিহ্যের ধারায় দুই ২৪ পরগণার শিবসংস্কৃতি: চড়ক, ধর্মদেল, গাজন ও বালাগান*। কলকাতা: তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩।
- হাসান, খন্দকার মাহমুদুল। *বাংলাদেশের পুরাকীর্তির খোঁজে*। কলকাতা: সুচেতনা, ১৪২৬।
- হীরা মণ্ডল, অনুপম। *বাংলাদেশের লোকধর্ম দর্শন ও সমাজতত্ত্ব*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, এপ্রিল ২০১০।

খ. ২ হিন্দী

- উপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ। *গোরখনাথ নাথ সম্প্রদায় কে পরিপ্রেক্ষ মেঁ*। বারাণসী: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ৩য় সং, ২০২০।
- উপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ। *নাথ অউর সন্ত সাহিত্য: তুলনাত্মক অধ্যয়ন*। বারাণসী: অমৃত প্রকাশন, ২য় সং, ১৯৯৭।
- উপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ। বৌদ্ধ কাপালিক সাধনা অউর সাহিত্য। বারাণসী: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ২০০৯।
- উপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ। *ভারতীয় সাহিত্য কে নির্মাতা গোরখনাথ*। নিউদিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৯।
- কবিরাজ, গোপীনাথ। *অখণ্ড মহাযোগ*। বারাণসী: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ৫ম সং, ২০২১।
- কবিরাজ, গোপীনাথ। *শাম্ভবীতন্ত্রম্*। বারাণসী: ভারতীয় বিদ্যা প্রকাশন, ১৯৯৪।
- কবিরাজ, গোপীনাথ। *সাধন-পথ*। বারাণসী: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ২য় সং, ২০২০।
- খণ্ডেলয়াল, এস. এন. (সম্পা.)। *সিদ্ধনাগার্জুনতন্ত্রম্-সিদ্ধনাগার্জুনকক্ষপুটম্*। বারাণসী: চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ২০১৪।
- গোরক্ষনাথ। *শাবরমন্ত্র বিদ্যা*। মথুরা: শ্রীজী বিদ্যামন্দির, ২০১৮।
- গোস্বামী, মহেন্দ্রনাথ। *গোরখ মহিমা*। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, জানুয়ারি ২০০০।
- গৌতম, চমনলাল (সম্পা.)। *গোরক্ষনাথ রচিত গোরক্ষ- সংহিতা*। বরেলী: সংস্কৃতি সংস্থান, ১৯৯২।
- চতুর্বেদী, পরশুরাম। *উত্তর ভারত কী সন্ত পরম্পরা*। এলাহাবাদ: ভারতী ভাণ্ডার লিডর প্রেস, ১৯৭২।
- তন্ত্রেশ, প্রকাশনাথ। *শ্রীগোরক্ষনাথ তন্ত্রমন্ত্র সাধনা*। আজমের: শ্রীসরস্বতী প্রকাশন, ৩য় সং, ২০০০।
- দাস, শ্যামসুন্দর (সম্পা.)। *কবীর গ্রন্থাবলী*। নিউদিল্লী: তক্ষশিলা প্রকাশন, ২০১৯।
- দুবে, অমিতা এবং অন্যান্য (সম্পা.)। *নাথপন্থ: সাধনা অউর সাহিত্য*। লক্ষ্ণৌ: উত্তরপ্রদেশ হিন্দী সংস্থান, ২০২০।

- দ্বিবেদী, ব্রজবল্লভ (সম্পা.)। *মহেশ্বরানন্দনাথের মহার্থমঞ্জরী*। বারাণসী: সম্পূর্ণানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২।
- দ্বিবেদী, শ্যামাকান্ত (সম্পা.)। *মৎস্যেন্দ্রনাথ রচিত কৌলজ্ঞান-নির্ণয়ঃ*। ১-২ খণ্ড, বারাণসী: চৌখম্বা কৃষ্ণদাস অকাদেমি, ২০১৩।
- দ্বিবেদী, শ্যামাকান্ত। *নাথ সম্প্রদায় এবং উসকী যৌগিক-তান্ত্রিক সাধনা*। বারাণসী: চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ২০২০।
- দ্বিবেদী, হজারীপ্রসাদ। *নাথ সম্প্রদায়*। এলাহাবাদ: লোকভারতী প্রকাশন, ১৯৯১।
- দ্বিবেদী, হজারীপ্রসাদ। *মধ্যকালীন ধর্ম সাধনা*। এলাহাবাদ: লোকভারতী প্রকাশন, ২০১৯।
- নাথ, নরহরি (সম্পা.)। *হরিহর বিরচিত ভর্তৃহরিনির্বেদনাটকম্*। বারাণসী: গোরক্ষটিলা, ২০২১ বি.।
- পাণ্ডে, দিবাকর। *গোরখনাথ এবং উনকী পরম্পরা কা সাহিত্য*। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, ২০০৫।
- দত্ত বড়থ্বাল, পীতাম্বর। *যোগপ্রবাহ*। বারাণসী: কাশী বিদ্যাপীঠ, ১৯৪৬।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার। *নাথ-যোগ*। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, ৩য় সং, ১৯৯৬।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার। *যোগ-রহস্য*। গোরখপুর: শ্রীমোহান্ত দিগ্বিজয়নাথ ট্রাস্ট-গোরক্ষনাথ মন্দির।
- ভারতী, ধর্মবীর। *সিদ্ধ সাহিত্য*। এলাহাবাদ: লোকভারতী প্রকাশন, ২০১৬।
- যদুবংশী। *শৈবমত*। পাটনা: বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ, ২য় সং, ১৯৮৮।
- যোগী, অবেদ্যনাথ। *হঠযোগ: স্বরূপ এবম্ সাধনা*। গোরখপুর: শ্রীগোরক্ষনাথ মন্দির, ২০৫৬ বি.।
- যোগী, কে. বি.। *জয় গুরু গোরক্ষনাথ*। দার্জিলিং: দার্জিলিং যোগী কল্যাণ সংঘ, নভেম্বর ২০১২।
- যোগী, চুন্নীনাথ। *তন-প্রকাশ*। গোরখপুর: শ্রীগোরক্ষনাথ মন্দির, ২৬ মার্চ, ২০০৫।
- যোগী, বিলাসনাথ। *নবনাথ*। হরিদ্বার: অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভেষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা, গুরু গোরক্ষনাথ মন্দির, ৩য় সং, ১৫ জানুয়ারি ২০১৯।
- যোগী, বিলাসনাথ। *শ্রী নাথ সম্প্রদায় আরতি ভজন সংগ্রহ*। হরিদ্বার: অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভেষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা, গুরু গোরক্ষনাথ মন্দির, ১৪ জানুয়ারি, ২০০৯।
- যোগী, বিলাসনাথ। *শ্রী নাথসিদ্ধ পাঠ*। হরিদ্বার: অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভেষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা, গুরু গোরক্ষনাথ মন্দির, ১৪ জানুয়ারি ২০১০।
- যোগী, বিলাসনাথ। *শ্রী নাথসিদ্ধোং কী ওঁ-কার সিদ্ধি উপাসনা সাধনা*। অস্থল বোহর রোহতক-হরিয়ানা: অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভেষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা, গুরু গোরক্ষনাথ মন্দির, শ্রী বাবা মস্তনাথ মঠ, ১৫ জানুয়ারি ২০১৯।

- যোগী, বিলাসনাথ। *শ্রীনাথ সম্প্রদায় কে তীর্থস্থল এবং প্রাচীন ভর্তৃহরি গুফা মাহাত্ম্য*। হরিদ্বার: অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভেষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা, গুরু গোরক্ষনাথ মন্দির, ১৮ আগস্ট, ২০১৫।
- যোগী, বীরনাথ। *শ্রী নাথ চরিত*। হরিদ্বার: অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভেষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা, গুরু গোরক্ষনাথ মন্দির, ১৪ জানুয়ারি ২০১৩।
- যোগী, শুক্রাইনাথ। *সর্বোপরি গুরু গোরক্ষ*। হরিদ্বার: অখিল ভারতবর্ষীয় অবধূত ভেষ বারহ পন্থ যোগী মহাসভা, গুরু গোরক্ষনাথ মন্দির, ২০১৪।
- যোগী, সন্তোখনাথ। *শ্রী নাথ গুপ্ত রহস্য অউর নাথ অবধূত মন্ত্র*। ১ম-৩য় খণ্ড, জুনাগড়-গুজরাট: নবনাথ তপস্থলী, চৌরঙ্গীনাথ সিদ্ধ ভূমি আশ্রম, ২০২১।
- যোগী, সবাইনাথ (সম্পা.)। *নাথসম্প্রদায় অউর সূক্ষ্মবেদ*। সিরোহি-রাজস্থান: গুরু গোরক্ষনাথ যোগাশ্রম সমিতি, আম্বেশ্বরধাম, ২০০০।
- যোগী, সুরেশনাথ। *শ্রী গোরখ বাণী সংগ্রহ তথা নাথ সম্প্রদায় কী বাণী*। মথুরা: শ্রীজী বিদ্যা মন্দির, ২০১৯।
- রাঘব, রাঙ্গেয়। *গোরক্ষনাথ অউর ওনকা যুগ*। নিউদিল্লী: অনন্য প্রকাশন, ২০২৩।
- রাষ্ট্রীয় সংগোষ্ঠী। *নাথপন্থ অউর ভক্তি আন্দোলন*। গোরখপুর: ২৮-৩০ অক্টোবর, ২০১০, মহারাণা প্রতাপ মহাবিদ্যালয় ও ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতি।
- শর্মা, অরুণকুমার। *রহস্যময় কাপালিক মঠ: যোগ-তান্ত্রিক কথা প্রসঙ্গ*। বারাণসী: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ২য় সং, ২০১৪।
- শিবযোগী, ভোলেবাবা (সংগৃহীত)। *দত্তাত্রেয় রচিত গোরখ সাগর গুটকা*। নিউদিল্লী: ডিপিবি পাবলিকেশন্স্, ২০১৬।
- শ্রীবাস্তব, রামলাল (সম্পা.)। *গোরখচরিত*। গোরখপুর: শ্রীগোরক্ষনাথ মন্দির, ২য় সং, ২০১৯।
- সাংকৃত্যায়ন, রাহুল। *দোহাকোশ*। পাটনা: বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ, ২য় সং, ১৯৯৭।
- সাংখলা, কমলকিশোর। *রাজস্থানের নাথসম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস*। যোধপুর: মহারাজা মানসিংহ পুস্তক প্রকাশ গবেষণা কেন্দ্র, ২০১১।
- সিংহ, উদয়প্রতাপ (সম্পা.)। *নাথ সম্প্রদায় বিবিধ আয়াম*। প্রয়াগরাজ: হিন্দুস্তানী একাডেমি, ২০২১।
- সিংহ, উমা। *গোরক্ষনাথ এবং পতঞ্জলি কে যোগদর্শন কে তাত্ত্বিক স্বরূপ কা তুলনাত্মক অধ্যয়ন*। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, ২০০৫।
- সিংহ, কমল। *গোরক্ষনাথ অউর ওনকা হিন্দী সাহিত্য*। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, ২০১৯।
- সিংহ, বিজয়পাল। *গোরক্ষদর্শন*। গোরখপুর: শ্রীগোরক্ষনাথ মন্দির, ২০৪৯ বিক্রম।
- সোলংকী, কোমলসিংহ। *নাথপন্থ অউর নির্গুণ সন্তকাব্য*। আগরা: বিনোদ পুস্তক মন্দির, ১৯৯৭।

খ. ৩ ইংরেজি

- Agarwal, Rajeev. *Secrets of Aghora*. Agra: Shri Vinod Pustak Mandir, 2019.
- *An Introduction to Natha-Yoga*. Gorakhpur: Gorakhnath Mandir, 1993.
- Bandyopadhyay, P. K. *Natha Cult and Mahanad A Study in Syncretism*. Delhi: B. R. Publishing Corporation, 1992.
- Banerjee, Akshaya Kumar. *Philosophy of Gorakhnath with Goraksha-Vacana-Sangraha*. Delhi: MLBD Publishers Pvt. Ltd., 6th edition, 2017.
- Barman, Binay & Barman, Kartick Chandra (ed.). *History and Culture of North Bengal*. Kolkata: Pragatishil Prokashak, July 2015.
- Bevilacuqa, Daniela & Stuparich, Eloisa. (ed.). *The Power of the Nath Yogis: Yogic Charisma, Political Influence and Social Authority*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022.
- Bhattacharya, Tarapada. *The Cult of Brahma*. Varanasi: The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 2nd edition, 1969.
- Biswas, Kamal. *The Yogi Caste of Bengal: History and Evolution (1872-2011)*. New Delhi: Abhijeet Publication, 2023.
- Bouillier, Veronique. *Monastic Wanderers: Nath Yogi Ascetics in Modern South Asia*. New Delhi: Manohar, 2017.
- Briggs, G. W. *Gorakhnath and the Kanphata Yogis*. New Delhi: MLBD Publishers, 8th edition, 2016.
- Chatterjee, Suniti Kumar. *Jayadeva*. Delhi: Sahitya Academy, 1973.
- Chatterji, Suniti Kumar (ed.). *Varna-Ratnakara*. Calcutta: Royal Asiatic Society, 1940.
- Chatterji, Suniti Kumar. *Kirata-Jana-Krti*. Calcutta: The Asiatic Society, 1974.
- Choudhary, Radhakrishna. *Vratyas in Ancient India*. Varanasi: The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1964.
- Dasgupta, Shashi Bhushan. *An Introduction to Tantric Buddhism*. Calcutta: University of Calcutta, 3rd edition, 1974.
- Dasgupta, Shashibhusan. *Obscure Religious Cults*. Calcutta: Firma KLM Pvt. Ltd., 1976.
- De, Bhakti (ed.). *Arya Dravida Vidyaraja*. Kolkata: The Asiatic Society, March 2009.
- Debnath, Kunal. *Caste Marginalisation and Resistance: The Politics of Identity of the Naths (Yogis) of Bengal and Assam*. Leiden: Boston: BRILL, 2023.
- Dehejia, Vidya. *Yogini Cult and Temples: A Tantric Tradition*. New Delhi: National Museum, 1986.
- Gharote, M. L. & Pai, G. K. (ed.). *Siddhasiddhantapaddhatih: A treatise on the Natha philosophy by Goraksanatha*. Pune: The Lonavla Yoga Institute, 2016.
- Gold, Ann Grodzins. *A Carnival of Parting: The Tales of King Bharthari and King Gopi Chand*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, 1993.
- Grierson, G. A. *Song of Manik Chandra*. Calcutta: Baptist Mission, 1878.

- Lorenzen, David N. & Munoz, Adrian (ed.). *Yogi Heroes and Poets*. Delhi: Dev Publishers & Distributors, 2012.
- Magee, Michael (Trans.). *Kaulajnana-Nirnaya of Matsyendranatha*. Varanasi: Prachya Prakashan, 2007.
- Majumdar, R. C. *The History of Bengal*. Vol. I, Dhaka: The University of Dacca, 1943.
- Max Muller, F. *Lectures on the Origin and Growth of Religion*. Varanasi: Indological Book House, 1964.
- Muni, Swami Rajarshi. *A Great Indian Yogi Gorakshanath*. Vadodara: Life Mission Publications, 2017.
- Nath, D. (ed.). *Religion and Society in North East India*. Guwahati: DVS Publishers, 2011.
- O'Malley, L. S. S. *Bengal District Gazetteers Midnapore*. Kolkata: The Bengal Secretariat Book Depot, Govt. of West Bengal, December 1995.
- Osho. *Maro He Jogi Maro*. Pune: Osho International Foundation, 2018.
- Pandey, K. C. & Dwivedi, R. C. *An Outline of History of Saiva Philosophy*. New Delhi: MLBD Publishers, 1986.
- Risley, H. H. *Tribes and Castes of Bengal*. Vol. I, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1892.
- Sadhu, Santinatha. *Experience of a Truth Seeker*. Vol. I, Gorakhpur: Gorakshanath Temple, 1946.
- Salgaokar, Jayraj. *The Gorakhnath Enlightenment the Path to Om*. Mumbai: Indus Source Books, 2016.
- Sastri, A. Mahadeva. *Yoga Upanisads*. Madras: Theosophical Society, 1920.
- Satpathy, Bandita & Mandal, Niradbaran (ed.). *Amrtasiddhiyogah*. Pune: Kaivalya Dhama S. M. Y. A. Samiti, December 2018.
- Sen, Dinesh Chandra. *Banga Sahitya Parichaya*. Part. 1, Calcutta: University of Calcutta, 1914.
- Sen, Sukumar (ed.). *Sekasubhodaya of Mishra Halayudha*. Kolkata:The Asiatic Society, 2002.
- Singh, Mohan. *Gorakhnath and Mediaeval Hindu Mysticism*. Lahore: Oriental College, 1936.
- Sinha Roy, Pranabesh (Trans.). *The Mystic Songs of Kanha and Saraha: The Doha-Kosa and the Carya.* Kolkata: The Asiatic Society, March 2020.
- Tobdan. *Nathapanth in Western Himalaya*. New Delhi: Kaveri Books, 2015.
- Vasu, Nagendranath. *Hindi Visva Kosha*. Vol. 28, Calcutta: N. Vasu & V. Vasu, 1925.
- Winternitz, M. *A History of Indian Literature*. Vol. II, New Delhi: MLBD, 1983.
- Yogi, Hukam Singh Tanwar. *Nath Sampraday (Itihas evm Darshan)*. Jodhpur: Rajasthan Granthagar, 2012.
- Yogi, Surajnath & Yogi, Bhagavannath. *Gorakh Sabadi: The Sayings of Gorakh*. Pimpri Gawali: Ahmednagar- Maharashtra, 2nd edition, January 2020.

- Yogi, Surajnath. *Insight into Meditation and Yoga*. Ahmednagar- Maharashtra: Pimpri Gawali Nath Math, 3rd edition, 2022.
- Yogi, Vilasnath. *Sri Nath Siddha Kavacam*. Haridwar: Akhil Bharatvarshiya Avadhoot Bhesh Barah Panth Yogi Mahasabha, Guru Gorakshnath Mandir, 13 July 2003.
- Yogiraj, Satgurunath Siddhanath. *Wings to freedom Journey of a Nath Yogi*. Pune: Siddhanath Pratishthan, 2016.

গ. পত্রপত্রিকা

গ. ১ বাংলা

- *আদিনাথ শিক্ষাভাণ্ডার স্মরণিকা*। প্রকাশক- নাথ, সুকুমার। শিলচর, অসম, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯১।
- *আদেশ পত্রিকা*। অঘোরীবাবা সংখ্যা, প্রকাশক- সেন, পরেশচন্দ্র। গৌহাটি, ৬ই জানুয়ারি ১৯৮১।
- *কল্যাণ-যোগাঙ্ক*। গোরখপুর: গীতাপ্রেস, শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন কল্যাণ-যোগাঙ্ক, শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন ১৯৬২ বি.।
- গুপ্ত, ফুলচন্দ্র প্রসাদ (সম্পা.)। *যোগবাণী*। ৮৪ বর্ষ, ডিসেম্বর ২০১৯, গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির।
- গুপ্ত, ফুলচন্দ্র প্রসাদ (সম্পা.)। *যোগবাণী*। ৮৫ বর্ষ, আগস্ট ২০২০, গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির।
- গুপ্ত, ফুলচন্দ্র প্রসাদ (সম্পা.)। *যোগবাণী*। ৮৫ বর্ষ, সেপ্টেম্বর ২০২০, গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির।
- চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ (সম্পা.)। *প্রবাসী*। ১৫শ ভাগ, ১ম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২২।
- চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ (সম্পা.)। *প্রবাসী*। ফাল্গুন সংখ্যা, ১৩২৮।
- চন্দোলা, শান্তিপ্রসাদ (সম্পা.)। *যোগবাণী*। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, সেপ্টেম্বর ১৯৭৭।
- দাস, বেলা (সম্পা.)। *বিভাগীয় পত্রিকা*, বাংলাবিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, ৪র্থ সংখ্যা, ৪র্থ বর্ষ, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।
- দেবনাথ ভট্টাচার্য, গোষ্ঠবিহারী (সম্পা.)। *নাথপন্থ*। ৪র্থ বর্ষ, ১ম-১২শ সংখ্যা, ১৩৭৯, কলকাতা।
- দেবনাথ, নবদ্বীপচন্দ্র (সম্পা.)। *নাথবন্ধু*। ১৭ বর্ষ, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৯০, চিংড়িঘাটা, কলকাতা।
- দেবনাথ, নবদ্বীপচন্দ্র (সম্পা.)। *নাথবন্ধু*। ২২ বর্ষ, বার্ষিক সংখ্যা, মহালয়া ১৩৯৫, চিংড়িঘাটা, কলকাতা।
- দেবনাথ, সন্তোষ (সম্পা.)। *শারদীয় শৈবভারতী*। বিংশতি বর্ষ, ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক ১৪০৭, কলকাতা।
- নাথ, অরুণপ্রকাশ (সম্পা.)। *যোগিসখা*। ৬৭তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭৭।
- নাথ, অরুণপ্রকাশ (সম্পা.)। *যোগিসখা*। ৬৭তম বর্ষ, ৯ম-১০ম সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৭৭।

- নাথ, জীবনকৃষ্ণ (সম্পা.)। *যোগিসখা*। ১০৬ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক ১৪১৬, কলকাতা।
- নাথ, পার্থসারথি (সম্পা.)। *শারদীয় যোগিসখা*। ১১৫ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৫, কলকাতা।
- নাথ, পার্থসারথি (সম্পা.)। *শারদীয় যোগিসখা*। ১১৮ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৮, কলকাতা।
- নাথ, হরকুমার (সম্পা.)। *যুগবাণী*। গুয়াহাটি: অসম প্রাদেশিক যোগী সম্মিলনী ৯৮ বর্ষীয় হোজাই অধিবেশন সংখ্যা, ১০-১২ নভেম্বর ২০১৭।
- নাথ, হরকুমার (সম্পা.)। *সংহতি*। গুয়াহাটি: ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মার্চ ২০১৯।
- নাথ, হিরণ্যকুমার (সম্পা.)। *যুগবাণী*। গুয়াহাটি: অসম প্রাদেশিক যোগী সম্মিলনী, জালাহ অধিবেশন সংখ্যা, ১৭-১৯ জানুয়ারি, ২০২৫।
- *বিশ্বভারতী পত্রিকা*। শান্তিনিকেতন: জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৬৮।
- ভট্টাচার্য, মালিনী (সম্পা.)। *লোকশ্রুতি* পত্রিকা। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প. ব. সরকার, ডিসেম্বর ২০০২।
- ভট্টাচার্য, মালিনী ও অন্যান্য (সম্পা.)। *লোকশ্রুতি*। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প. ব. সরকার, খণ্ড ৭, সংখ্যা ২, জুন ২০০৯।
- *যোগবাণী* পত্রিকা (গোরখবাণী বিশেষাংক)। গোরখপুর: গোরক্ষনাথ মন্দির, গোরখপুর, ১৯৭৯।
- রায়, অমিতাভ (সম্পা.)। *সুন্দরবন আলেখ্য*। ৩৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০২১।
- শর্মা, চন্দ্রধর (সম্পা.)। *নাগরী প্রচারিণী পত্রিকা*। ২য় খণ্ড, বারাণসী, ১৯৭৭।
- *শিলং সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, মে ১৯৮১, শিলং।
- *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*। ১৩০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কলকাতা, ১৪৩০।
- *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা* । ৩৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কলকাতা, ১৩৩৩।
- সেনগুপ্ত, সুমন (সম্পা.)। *দেশ* পত্রিকা। ৯১ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, কলকাতা ৭০০০০১, ২ এপ্রিল ২০২৪।

গ. ২ ইংরেজি

- Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Hum.). Vol. 66 (2), Dhaka, 2021.
- Journal of the Asiatic Society of Bengal. Part. I, No. 3, Calcutta, 1878.
- Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. XXVI, Calcutta, 1930.
- The Heritage Multi-lingual Research Journal. Issue No. 3, Vol. II, Guwahati, 2011.

ঘ. পুস্তিকা

ঘ. ১ বাংলা

- কুলাবধূত, সৎপুরানন্দনাথ। *বজ্রযান পরিচিতি*। ব্যক্তিগত নোট, পৃ. ১-২৯।

- নাথ, পার্থসারথি। *চর্যাপদে নাথ ঐতিহ্য: সন্ধানী দৃষ্টিতে*। মণ্ডল, বরেন্দু (সম্পা.)। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় গবেষকদের সেমিনার উপস্থাপনাপত্র সংকলন, বাংলা বিভাগ, কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ. ১৩-১৬।
- নাথ, পার্থসারথি। *নাথসাহিত্যে রাঢ়-বাংলা: একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণাত্মক পাঠ*। অন্তর্মুখ পত্রিকা, খণ্ড ১২, সংখ্যা ১, বর্ধমান, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২, পৃ. ৭-২৪।
- নাথ, পার্থসারথি। *প্রাচীন রাঢ়-বাংলার নাদ-সাধনা কেন্দ্র মহানাদ ও নাথসংস্কৃতি*। INSIGHT: An International Multilingual Journal for Arts and Humanities, Vol. 2, Issue. 10, University Research Publications, Ernakulam, Kerala, December 2022।
- নাথ, প্রফুল্লকুমার। *নাথ সকলর সমাজ-সংস্কৃতি*, দাঁ, বিতোপন, হাজরিকা, রেবিকা এবং অন্যান্য (সম্পা.)। অসমর সংস্কৃতি পরম্পরা আরু পরিবর্তন। গুয়াহাটি: পূর্বায়ণ প্রকাশন, ১ম সং, ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ. ১১-২৫।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল। *ধর্ম্মপূজাবিধি*। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩২১, পৃ. ১৭৯-১৮৪।
- বসু, রমেশ। *বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদিগের কথা*। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩৩৩, পৃ. ৩৭-৪৪।
- শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। *সভাপতির অভিভাষণ*। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩২১, পৃ. ২১-৪৭।

ঘ. ২ ইংরেজি

- Barua, Dipak Kumar. *Legacies of Buddhism in Bengal*. Chakraborty, Janardan (ed.). Acharya Radhagobinda Nath Smarak-Grantha. Calcutta: Sadhana Prakasani, March 1973, pp. 69-77.
- Bhattachaya, France. *La Secte Des Nath Et Le Manasa Mangal*. Purusartha (18), 1995, pp.315-325.
- Bouillier, Veronique & Khan, Dominique-Sila. *Hajji Ratan or Baba Ratan's Multiple Identities*. Journal of Indian Philosophy, December 2009, pp. 1-37.
- Bouillier, Veronique. *Kanphata Yogis*. In Brill's Encyclopedia of Hinduism, Vol.III, Leiden: Brill, 2011, pp.347-354.
- Debnath, Kunal. *Radical-Pragmatic Debate over Reservation: A Study of the Naths of West Bengal and Assam*. E-journal of the Indian Sociological Society, Vol. 4, Issue 1, April 2020, pp. 135-148.
- Ernst, Carl W. *The Islamization of Yoga in the Amrtakunda Translations*. Journal of the Royal Asiatic Society, Series 3, Vol. 13, Issue 2, U. K., July 2003.
- Gold, Daniel. *Nath Yogis as Established Alternatives: Householders and Ascetics Today*. Journal of African and Asian Studies, 34(1), 1999, pp.68-88.
- Kalhoro, Zulfiqar Ali. *Between Marhi and Math: The Temple of Veer Nath at Rato Kot (Sindh, Pakistan*). Journal of the Pakistan Historical Society, Vol. LXIII, No. 4, Islamabad, 2015, pp. 75-86.

- Lorenzen, David and Adrian, Munoz. *Yogi Heroes and Poets: Histories and Legends of the Naths*. New York: State University of New York Press, 2011.
- Lorenzen, David. *The Kapalikas and Kalamukhas: Two Lost Saivite Sects*. Berkeley: University of California Press, 1972.
- Losty, J. P. *Ascetics and Yogis in Indian Painting: The Mughal and Deccani Tradition*. July 2016, pp.1-38.
- Mallinson, James. *Nath Sampradaya*. In Brill's Encyclopedia of Hinduism, Vol. III, Leiden: Brill, 2011, pp.409-428.
- Mallinson, James. *Hatha Yoga*. In Brill's Encyclopedia of Hinduism, Vol. III, Leiden: Brill, 2011, pp.770-781.
- Mallinson, James. *The Yogis' Latest Trick*. Journal of the Royal Asiatic Society, 24(1), 2014, pp.165-180.
- Mallinson, James. *Yoga and Yogis*. Namarupa, March 2012, pp.2-27.
- Nath, Partha Sarathi. *An Insight into Nath panth shrines and perpetual Tradition in West Bengal.* Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR), Vol. 10, Issue 2, February 2023, pp. b709- b721.
- Nath, Partha Sarathi. *Nath Pantha Shrines and perpetual Tradition in Bangladesh*. Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Hum.), Vol. 66 (2), 2021, pp. 187-215.
- Powell, Seth. *Sixteen- Century Visual and Material Evidence of Saiva Ascetics and Yogis in Complex Non-Seated Asanas at Vijayanagara*. Journal of Yoga Studies, Vol. I, 1st May 2018, pp. 45-106.
- Reddy, Venkata. *Hathayoga as Holistic System of Medicine*. Bulletin Ind. Inst. Hist. Med., Vol. XVI, Madras, 1986, pp. 19-29.
- Sharma, Mahesh. *Marginalisation and appropriation: Jogis, Brahmins and Sidh Shrines*. Indian Economic Social History Review 33, (1), New Delhi, 1996, pp. 73-91.
- White, David Gordon. *Sinister Yogis*. Chicago: University of Chicago Press, 2009, p.199-226.

ঙ. অভিধান

- *আকাদেমি বানান অভিধান*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ষষ্ঠ সং, জানুয়ারি ২০০৮।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (সম্পা.)। *আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান*। কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ১৯৯১।
- মুহম্মদ, শহীদুল্লাহ। *বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৬৫।
- হালদার, নারায়ণ। *বাংলা অভিধান: প্রসঙ্গ অতিথি শব্দ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৯।